রাফায়েল সাবাতিনি-র

অ্যাক্রস দ্য পিরেনীজ

রূপান্তরঃ কাজী শাহনূর হোসেন

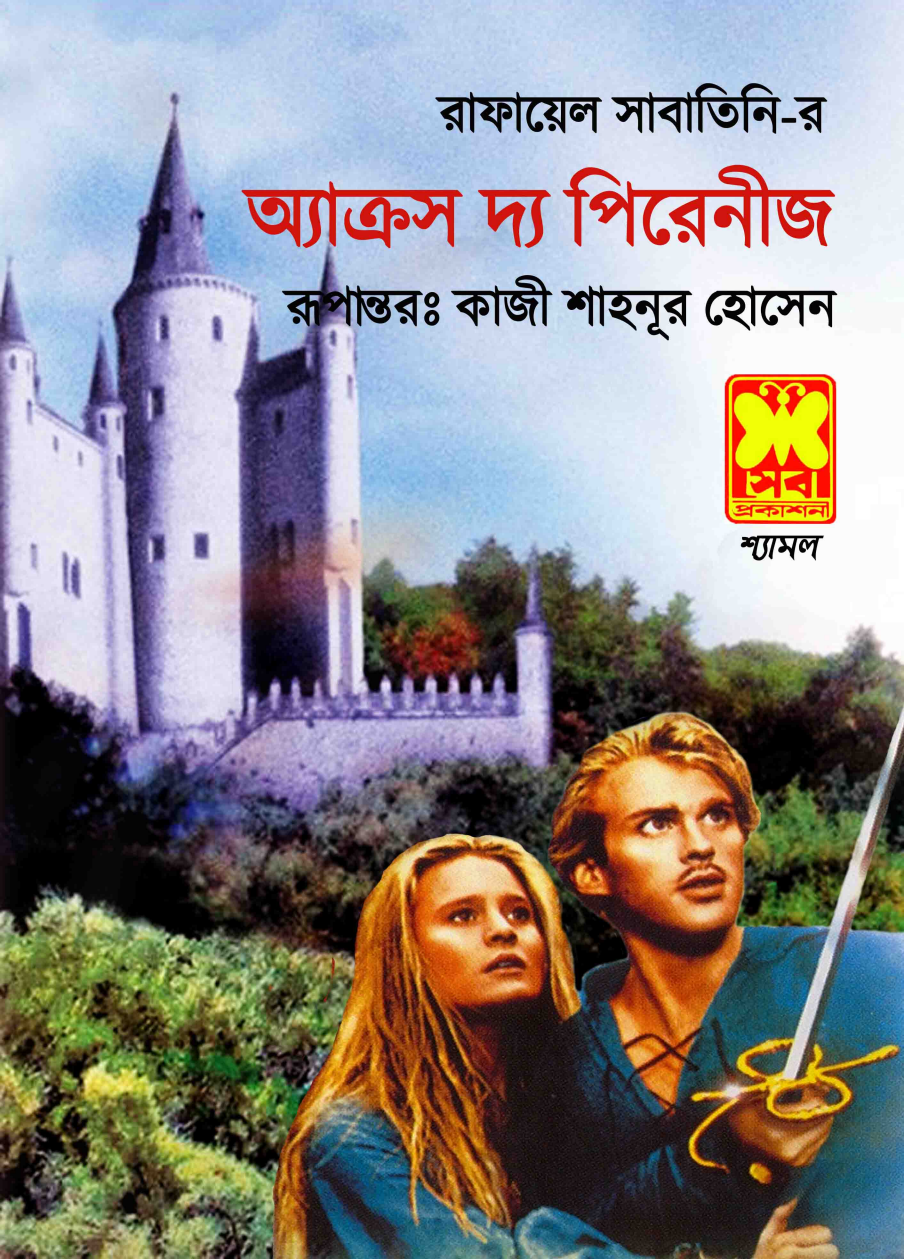

সেবা প্রকাশনী

শ্যামল

Visit www.banglapdf.net For
More Exclusive, High Quality,
Water-mark less
E-books.

Please Give Us Some Credit
When You Share Our Books.

And Don't Remove This
Page. Thank You.

-SHAMOL

অ্যাক্রস দ্য পিরেনীজ

রূপান্তর ■ কাজী শাহনূর হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা), ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1623-8

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা), ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৮

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা), ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা), ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
e-mail: sebaprok@citechco.net
Website: www.Boi-Mela.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা), ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

সেবা
প্রকাশনী

ছাপ্পান্ন টাকা

ACROSS THE PYRENEES
By: Rafael Sabatini
Trans. By: Qazi Shahnoor Husain

সেবা প্রকাশনীর
ক'টি কিশোর ক্লাসিক/অনুবাদ

মারিয়ো পুজো
রূপান্তর : শেখ আবদুল হাকিম
৫০/- গডফাদার-১,২ (একত্রে)
৫৫/- গডফাদার-৩,৪ (একত্রে)

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
রূপান্তর নিয়াজ মোরশেদ
৩৮/- শী
৪১/- রিটার্ন অভ শী
৪৯/- মর্নিং স্টার

রূপান্তর : খসরু চৌধুরী
৩৮/- নেশা
৪৭/- এরিক ব্রাইটিজ

অ্যালান কোয়াটারমেইন
৩৬/- রূপান্তর : কাজী মায়মুর হোসেন
৪৩/- চাইল্ড অভ স্টর্ম
৪৬/- এলিসা

অ্যালান অ্যান্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার
৮৫/- রূপান্তর : সায়েম সোলায়মান
৫০/- ক্লিওপেট্রা
৪৭/- জেস
৫৫/- বেনিটা

রূপান্তর : কাজী আনোয়ার হোসেন
৭০/- মন্টেজুমার মেয়ে

রাফায়েল সাবাতিনি
রূপান্তর : কাজী আনোয়ার হোসেন
৩৬/- ব্ল্যাক সোয়ান
৩৮/- লাভ অ্যাট আর্মস
৬২/- রূপসী বন্দিনী
পল ওয়েলম্যান
রূপান্তর : তাহের শামসুদ্দীন
৬০/- দি আয়রণ মিস্ট্রেস-১,২,৩ (একত্রে)

এরিক মারিয়া রেমার্ক
রূপান্তর : মাসুদ মাহমুদ
৫০/- থ্রী কমরেডস (১,২ একত্রে) ৫২/-
৫৫/- রূপান্তর : জাহিদ হাসান
অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট ৫০/-

মেরি শেলী
৩৮/- রূপান্তর : খসরু চৌধুরী
৪১/- ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ৩০/-

৪৯/- **চার্লস নর্ডহফ ও জেমস নরম্যান হল**
রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ
৩৮/- পিটকেয়ার্নস আইল্যান্ড ৩৬/-

৪৭/- **জুল ভার্ন**
৩৬/- রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব
জুল ভার্ন ভলিউম-১
৪৩/- (আশি দিনে বিশ্ব ভ্রমণ+নাইজারের বাঁকে+মরুশহর) ৪৫/-
৪৬/- রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব
৮৫/- জুল ভার্ন ভলিউম-২
(রহস্যের দ্বীপ+বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ+কার্পেথিয়ান দুর্গ) ৪৩/-
৫০/- রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব ও খসরু চৌধুরী
৪৭/- জুল ভার্ন ভলিউম-৩
৫৫/- (পাতাল অভিযান+মাস্টার অব দ্য ওয়ার্ল্ড+বেগমের রত্নভাজার) ৩৭/-
রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব
৭০/- জুল ভার্ন ভলিউম-৪
(সাগরতলে+মাইকেল স্ট্রগফ+গুপ্তরহস্য) ৪২/-
৩৬/- রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব
৩৮/- জুল ভার্ন ভলিউম-৫
৬২/- (নোঙর ছেঁড়া+ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস+চাঁদে অভিযান) ৩৯/-
রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব
জুল ভার্ন ভলিউম-৬
৬০/- (প্রপেলার আইল্যান্ড+কানপুরের বিভীষিকা+ব্ল্যাক ডায়মন্ড) ৩৭/-

অ্যাক্রস দ্য পিরেনীজ

রাফায়েল সাবাতিনি

রূপান্তর: কাজী শাহনূর হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

এক

ঝড়ের প্রচণ্ড মাতামাতি। শোঁ-শোঁ হাওয়া আছড়ে পড়ছে অশ্বারোহী সাভানার ওপর। তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে চাইছে বিস্কে উপসাগরের বুকে।

মানুষটি সাভানা বলেই রক্ষে। ওর বদলে আর কেউ হলে ভয়ে তার জান নির্ঘাত উড়ে যেত।

অস্বীকার করার উপায় নেই, পরিস্থিতি গুরুতর। এদেশে এই প্রথম এসেছে সাভানা, তার ওপর স্প্যানিশ ভাষা বলতে গেলে জানেই না। 'আকাদেমি দ্য লিঙ্গুয়া'-তে কিছুদিন আগে প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় করে যে ভাষা সে শিখেছে, তা আজ কোন কাজেই আসছে না।

'ভাই, এদিক দিয়ে আলমাঞ্জা যাওয়া যাবে?' এ প্রশ্ন অনেককে সে করেছে ইতোমধ্যে। কিন্তু তারা এমন এক ভাষায় জবাব দিয়েছে যার বিন্দু-বিসর্গ সাভানা উদ্ধার করতে পারেনি। সাভানা শিখেছে ভদ্রসমাজে প্রচলিত ভাষা। এখানকার লোকজনের আঞ্চলিক ভাষা সে বুঝবে কি করে? অগত্যা, কিছুক্ষণ ওদের দিকে বোকার মত চেয়ে থেকে তারপর আবার ঘোড়া ছুটিয়েছে পশ্চিমপানে। এই দিগন্ত বিস্তৃত, বন্ধুর, রুক্ষ অঞ্চলের লোকজনদের ওপর সে ভরসা রাখতে পারেনি।

অন্য আর সব দিক ছেড়ে পশ্চিম দিকে কেন? কারণ একটাই। পশ্চিমাকাশে সূর্য এখন অস্তগামী। এই তেপান্তরে চার্লি সেন্ট সাভানার পরিচিত বলতে এমুহূর্তে শুধুমাত্র ওই সূর্যটাই। ওটা যতক্ষণ রয়েছে, চার্লি নিজেকে একা ভাবছে না। নিচুর বালু প্রান্তর, রুক্ষ পাহাড়, বাতাসের হা-হা হাসি, অচেনা পরিবেশ-সব কিছুই ওর বিপক্ষে, কেবলমাত্র পাটে বসা ওই সূর্যটাই যেন খানিকটা আশ্বস্ত করতে পারছে ওকে।

'ভয় পেয়ো না, বন্ধু,' যেন ভরসা দিচ্ছে সাভানাকে। 'আমি তো এখনও মরিনি। যতক্ষণ আছি, তারমধ্যে নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারবে।'

এতক্ষণ আসলে এ আশাই করছিল সাভানা। কিন্তু এখন ওর আশার গুড়ে বালি ঢেলে দিল বৃষ্টির আশঙ্কা। এতক্ষণ শুধু ঝড় ছিল, বৃষ্টি ছিল না। পেছন থেকে আসছিল ঝড়ো হাওয়া। তাতে সাভানা কিংবা তার ঘোড়ার বিশেষ কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। বাতাস গেছে থেমে, কালো মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। পশ্চিমাকাশ সামান্য উজ্জ্বল্য ছড়াচ্ছে যদিও,

গোধূলির আলো মরে আসছে দ্রুত। বৃষ্টি নামলে আর দেখতে হবে না। আশপাশে একটা বড় গাছ পর্যন্ত নেই যে তার তলায় দাঁড়িয়ে মাথা বাঁচানো যায়।

দূরে অবশ্য একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। বাঁয়ে, এখান থেকে তিন-চার মাইল হবে। কিন্তু সত্যিকারের পাহাড় কি ওটা? আসলে আন্দাজ দুশো ফুট উঁচু একটা বাঁধ, পুবে-পশ্চিমে প্রায় আধ মাইলটাক লম্বা। নিরেট পাথরে তৈরি, প্রায় খাড়া।

এতদূর থেকে সাভানা বাঁধটার গায়ে না দেখতে পাচ্ছে কোন লতা-পাতা, না কোন গুহা-গহ্বর। তারপরও ফাঁকা মাঠের চাইতে বাঁধটার আশ্রয় ওকে ঝড়-বৃষ্টির সময় অনেক বেশি নিরাপত্তা দেবে। বাঁধের এ পাশটায় গাছ-পালা কিংবা গুহা না থাক, ওপাশে তো থাকতে পারে। মোটে তো আধ মাইলের মত লম্বা। ওর ঘোড়া রোজালির পক্ষে ওটাকে এক পাক দিয়ে ওপাশে পৌঁছতে কতক্ষণই বা লাগবে?

কালবিলম্ব করল না সাভানা। অস্তগামী সূর্যের দিকে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে যেন বিদায় চেয়ে নিল আজকের মত, তারপর ঘোড়া ছোটাল বাঁধের পুব প্রান্ত লক্ষ্য করে। ওখান থেকে বেড় দিয়ে বাঁধের ওপাশের চেহারাটা দেখে নেবে।

ইতোমধ্যে ঝড় কমেছে, কিন্তু একইসঙ্গে বৃষ্টিও নেমেছে।

সাভানা মোড় ঘুরল। বাঁধ এখানে তেমন একটা খাড়া নয়। ধস নেমেছে এখানে সেখানে। সে জায়গাগুলোতে সবুজ, সতেজ ঝোপ-ঝাড় জন্মে শোভা বাড়িয়েছে রুক্ষ পাথরের।

আরে, সামনে ওটা একটা গুহা না? আল্লাকে হাজার শোকর, যে কোন মুহূর্তে মুষলধারে বৃষ্টি নামবে, জমাট বাঁধবে ঘন অন্ধকার। তার আগেই বোধহয় একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই মিলে গেল।

দুম! দুম!

সাভানার কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল পরপর দুটো বুলেট। সামনের দিক থেকে এসেছে।

ব্যাপারটা কি?

সাভানা চমকে গেলেও বুদ্ধি হারায়নি। রোজালির গতি বাড়িয়ে দিল ও। কে এভাবে কোন কথা নেই বার্তা নেই ওর ওপর গুলি চালাল? শত্রু কে, জানতেই হবে ওকে। তারপর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। আততায়ীর ভয়ে পালাতে শেখেনি ও। সাভানাদের বংশে কেউ কখনও শত্রুর ভয়ে পিঠটান দেয়নি।

দু'দুটো গুলি! যে বা যারা গোলমাল করতে চায় তাকে বা তাদের শাস্তি পেতেই হবে। সাভানার ধারণা, দু'জনের বন্দুক থেকে দুটো গুলি বেরিয়েছে।

সাভানা জানে, বন্দুক খুব সহজপ্রাপ্য নয় এসব অঞ্চলে–হালে এসেছে। গুপ্তা-বদমাশদের সবার হাতে যে ইতোমধ্যেই দোনলা বন্দুক এসে গেছে এমনটা ভাবার কোন কারণ নেই।

দু'জন লোক হলে দুটো বন্দুক। দুটোই এখন গুলি ভরার অপেক্ষায়–ফাঁকা। ওরা আবার গুলি ভরে তবে বন্দুক চালাবে। কিন্তু সাভানা ওদেরকে অত সময় দিতে যাবে কেন?

ঘোড়া ছুটছে, তারই ফাঁকে সাভানার হাতে উঠে এসেছে পিস্তল। চোখের নিমেষে হাজির হয়ে গেছে সে গুহামত জায়গাটায়।

গুহা ঠিক বলা যায় না, পাহাড়ের ভিতরে গহ্বর তো নয়, একটা গর্ত মত দেখা যাচ্ছে বাইরের দিকে, পাহাড়ের গায়ে। আর সেই গর্তটার মাথার ওপরে বেরিয়ে আছে একখানা ছাদ। কাঠ, খড় কিংবা টিনের নয়–প্রাকৃতিক। নিরেট পাথরের একটা খণ্ড গর্তটার ওপরে ছাদ রচনা করেছে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই ছাদটির নিচে দুটো লোককে দেখতে পেল সাভানা। বন্দুক রয়েছে দু'জনের হাতেই। একজন কাঁধে ঠেকিয়েছে তাক করবে বলে, অন্যজন ত্রস্ত হাতে গুলি ভরছে। কথা বলে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল সাভানা, এবং পরক্ষণে ওর পিস্তল আগুন বর্ষাল।

কাঁধে বন্দুক তুলেছিল যে লোকটি, সে বিকট এক চিৎকার দিয়ে ভূমিশয্যা নিল। অন্য লোকটি কালবিলম্ব না করে বন্দুক ফেলে ছুট দিল।

ফালতু লোকজন দূর হয়ে গেলেই সাভানার জন্যে ভাল। আশ্রয়ের দরকার ছিল ওর, পেয়েছে। বৃষ্টির তেজ কমে এসেছে। ঝড়টা কমলেও থামেনি একেবারে। এতক্ষণ ঝড় তাকে ঠেলছিল পেছন থেকে, এখন মুখের ওপর আছড়ে পড়ছে। মুষলধারে বৃষ্টি তেরছাভাবে বিঁধছে ওর সর্বাঙ্গে। ভাগ্যিস গুহামত জায়গাটা খুঁজে পেয়েছে ও।

ঘোড়াসহ পাথুরে ছাদটার নিচে সেঁধিয়ে পড়ল সাভানা। ভূপাতিত লোকটিকে টপকে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রোজালি। একখানা পা ওর বুকের ওপর পড়ল। এক বিন্দু নড়ল না লোকটা। ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে লোকটাকে পরীক্ষা করল সাভানা। মারা গেছে। বুকে ফুটো দেখতে পেল।

কিন্তু দারুণ এক চমক অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে। উঠে ঘুরে দাঁড়াতেই এক কোণে একটা মানুষকে লক্ষ করল ও। নড়ছে-চড়ছে না। ওটাও মরা নাকি? তাই হবে। হয়তো এই বদমাশগুলোর হাতেই মারা পড়েছে।

মনে মনে নিজের কপালকে অভিশাপ দিল সাভানা। সারা রাত দু'দুটো মড়া আগলে বসে থাকতে হবে নাকি?

সাভানা এবার দ্বিতীয় লাশটার দিকে এগোল। গুহার ভেতর আলো বড়ই কম এমুহূর্তে। কিন্তু ঝুঁকে বসে চোখ সরু করে তাকাতে তৃতীয়বারের মত চমক খেল সাভানা। এবারের চমকটা আগের দু'বারের চাইতেও জোরাল।

একমাথা সোনালী চুল এলিয়ে পড়ে রয়েছে মাটিতে। আর মাথাটার মালিক একজন নারী।

আচ্ছা, মহিলা কি সত্যি সত্যিই মারা গেছে? বেঁচে নেই তো? সাভানা হাঁটু গেড়ে বসল পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে।

মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল ও। মুখের একপাশ থেকে রুমালের একটা কোনা বেরিয়ে রয়েছে। কোনাটা ধরে টানতেই দলামোচা আস্ত একখানা রুমাল বেরিয়ে এল মহিলার মুখ থেকে।

আর পরক্ষণে কাতর স্বর ফুটল অচেতন মহিলার কণ্ঠে। অনুচ্চ গলায় 'আহ্-আহ্' করছে।

স্বস্তির শ্বাস ফেলল সাভানা, যাক, বেঁচে আছে। ওর এবার দৃষ্টি পড়ল মেয়েটির দু'হাতের ওপর। জোড় করে বাঁধা। নিশ্চয়ই ওই গুণ্ডাগুলোর কাজ।

দুর্বৃত্তরা মেয়েটির পা দুটোকেও ছাড় দেয়নি. বেঁধে রেখে গেছে।

তুমুল বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, সাভানার কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে। মেয়েটির সব বাঁধন খোলা হয়ে গেছে। এবার শুশ্রূষার পালা। সেই রুমালটি বারবার ভিজিয়ে এনে সাভানা মেয়েটির মুখ-চোখ মুছিয়ে দিতে লাগল।

একটা চামড়ার বোতলে মদ রাখে সাভানা। ওটা ঝোলানো থাকে ঘোড়ার জ্বিনের সঙ্গে। পানীয়টা খুব কড়া, সাভানার মত যোদ্ধাপুরুষের উপযুক্ত। এই মেয়ে কি পারবে হজম করতে? খানিক ইতস্তত করল সাভানা। শেষমেশ সিদ্ধান্ত নিল, প্রয়োজনে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করবে।

মেয়েটির মুখ দেখবে সাভানা সেটুকু আলোও এমুহূর্তে গুহার ভেতর নেই। কিন্তু প্রথম দর্শনে যে সোনালী চুলের গোছা দেখতে পেয়েছিল তাতেই বুঝেছে এ কোন সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে নয়। কেবল অভিজাত পরিবারের মেয়েদেরই অমন চুল দেখা যায়।

বীরধর্মী ফরাসি জাতির শিক্ষা হচ্ছে, বিপন্ন যে কোন নারীরই সেবা-শুশ্রূষা করা। চার্লি সাভানা সেই ফরাসি জাতিরই সন্তান, এবং একজন অগ্রগণ্য বীরও বটে। মেয়েটিকে গৃহস্থ কিংবা গরীব ঘরের সন্তান বলে মনে হলেও মুখ ফিরিয়ে থাকার কথা ভাবতে পারত না ও তবে একথাও ঠিক, মেয়েটির সোনালী চুল দেখার পর তার প্রতি বিশেষ আগ্রহ বোধ করছে সাভানা। তাকে বাঁচিয়ে তোলাকে পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করছে

অবশ্য এমুহূর্তে ওর ওপর ন্যস্ত আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক সামরিক কাজের দায়িত্ব। ডিউক দ্য অর্লিয়াঁ, ফরাসি অভিযাত্রী বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, ওকে পাঠিয়েছেন আলমাঞ্জার দুর্গপ্রধানের সঙ্গে দেখা করতে।

কিন্তু পাঠালে কি হবে, আজ রাতে সে দায়িত্ব পালনে অপারগ সাভানা বীরধর্মের একটা চাহিদা আছে না? এখন ওর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো এই অসহায় নারীটিকে সাহায্য করা, তাকে সেবা-যত্ন দিয়ে সুস্থ করে তোলা।

দীর্ঘক্ষণ ধরে চলল সেই সেবা। রোজালি ঠায় দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে। অন্যপাশে পড়ে রয়েছে এক শত্রুর মৃতদেহ। নিরেট অন্ধকার গুহার ভেতর, পাথুরে ছাদে বৃষ্টির অবিরাম দামামা, প্রান্তরের বুকে শোঁ-শোঁ হাওয়ার মাতন কর্নেলিয়া, অর্থাৎ অসুস্থ মেয়েটির সঙ্গে এই পরিবেশেই প্রথম দেখা সাভানার।

অবশেষে, সাভানার সেবায় সম্পূর্ণ চেতনা ফিরে পেল মেয়েটি। অতিকষ্টে পাশ ফিরল।

'আমি কোথায়?' কান্নাভেজা, কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল

'তা তো বলতে পারছি না, সিনোরিটা,' মৃদু স্বরে জবাব দিল সাভানা। 'আমি এদেশে নতুন। পথ হারিয়ে ফেলেছি। তবে এটুকু বলতে পারি, আপনার আর কোন ভয় নেই। আপনাকে যারা অপহরণ করেছিল তাদের মধ্যে একজন ওই যে মরে পড়ে আছে। আরেকজন জানের ভয়ে পালিয়েছে।'

'আপনি বুঝি উদ্ধার করেছেন আমাকে?' সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল মেয়েটি।

'আল্লাই উদ্ধার করেছেন, আমার মত সামান্য এক নাইট উপলক্ষ মাত্র। আমার মনের মধ্যে হাজারটা প্রশ্ন ভিড় জমাচ্ছে। আপনি কে, কারা আপনাকে

ধরে এনে বেঁধে রাখল, কি তাদের উদ্দেশ্য এসব জানার জন্যে খুব কৌতূহল হচ্ছে। কিন্তু তা হোক, আপনি দয়া করে এখন বেশি কথা বলবেন না। আপনার এখন যতটা সম্ভব বিশ্রাম প্রয়োজন। বৃষ্টিটা থামুক আপনাকে আমি ঘোড়ায় করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব।'

মেয়েটি একেবারে চুপ থাকতে পারল না।

'আমার বাড়ি আলমাঞ্জায়। এখন বাড়ি থেকে কতদূরে আছি কে জানে।'

চমকে উঠল সাভানা।

'আমিও তো আলমাঞ্জায় যাব।'

বিস্কে উপসাগরের গা ঘেঁষে বিশাল মহাকান্তার। মাঝে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এক একটা টিলা কিংবা বাঁধ। লম্বায় খানিকটা উঁচু যেগুলো, স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে সেগুলো পাহাড়ের মর্যাদা পায়।

এমনি একটি পাহাড় ক্রিমসন হিল। ওটার পশ্চিম পাশে দুর্ভেদ্য আলমাঞ্জা দুর্গ। দুর্ভেদ্য শুধু নামে নয়, কাজেও। সম্রাট পঞ্চম চার্লসের সময় থেকে এখন অবধি এ দুর্গ কেউ দখল করতে পারেনি। এমনকি দুর্জয় মুর বিজেতারা পর্যন্ত কব্জা করতে পারেনি আলমাঞ্জা দুর্গ।

স্পেনে মুর শাসনের অবসান হয়েছে। রাজা ফিলিপ এখন ক্ষমতায়। গোটা দেশে চলছে এক অরাজক অবস্থা। শৃঙ্খলা কিংবা ঐক্য বলতে কিছুই নেই। দুর্গের দেশ বলা যায় স্পেনকে। আর প্রত্যেক দুর্গে একজন করে দুর্গপ্রধান, তারা রাজা ফিলিপের বশ্যতা স্বীকার করতে রাজি নয়। মাথা তারা নত করতে পারে, তবে একটা শর্তে–রাজা নামেই রাজা থাকবেন। দুর্গপ্রধানের কোন কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

এই স্বাধীনচেতা লোকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে একরোখা আর দুর্দান্ত প্রকৃতির দুর্গপ্রধান হচ্ছেন হোসে ফার্ডিনান্ড। আলমাঞ্জার দুর্গস্বামী।

লোকজন তাঁকে ব্যারন বলে ডাকলেও নিজেকে তিনি অভিহিত করেন প্রিন্স দ্য আলমাঞ্জা বলে।

মুরদের আমল থেকেই পশ্চিম স্পেনের বিশাল এক ভূখণ্ড দখল করে রয়েছেন তিনি। ইদানীং তিনি রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বায়ত্তশাসন কায়েম করতে চাইছেন। স্বায়ত্তশাসন পেলে দরকার কি তাঁর স্বাধীন রাজ্যের?

হোসে ফার্ডিনান্ডের আদর্শ হচ্ছেন ন্যাভার। তিনি স্বতন্ত্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু পার্থক্য হলো, তাঁর আনুগত্য ছিল ফরাসিরাজের প্রতি আর ফার্ডিনান্ডের থাকবে স্পেনের রাজার প্রতি।

থাক সে কথা। এহেন দুর্ধর্ষ হোসে ফার্ডিনান্ড কিন্তু এমুহূর্তে নিদারুণ এক পারিবারিক বিপর্যয়ে পড়ে চোখে আঁধার দেখছেন।

আজ দুর্গে যখন ডিনারের ঘণ্টা বাজল, বিশাল ভোজসভায় উপস্থিত হলো শতাধিক ব্যক্তি। প্রকাণ্ড কামরাটির এমাথা-ওমাথা অবধি লম্বালম্বি করে পাতা বিরাট এক টেবিল। টেবিলের দু'পাশে সারকে সার চেয়ার। এতটাই মজবুত করে তৈরি যে, চারপুরুষ ধরে দুর্গবাসীরা এসব চেয়ারে বসে তিন বেলা আহার করছেন, তারপরও এতটুকু ক্ষয় হয়নি।

হোসে ফার্ডিনান্ডের আত্মীয়-স্বজনরা টেবিলের মাথায় তাঁকে ঘিরে বসেছেন। আর কর্মচারীরা বসেছে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে, পদমর্যাদা অনুসারে।

কাজের লোকেরা প্রথম প্রস্থ খাবার পরিবেশন করে গেছে। দুর্গপ্রধানের স্ত্রী অগাস্টা এসময় আবিষ্কার করলেন, তাঁর মেয়ে কর্নেলিয়া টেবিলে অনুপস্থিত।

ওর কি অসুখ করল নাকি, এল না যে! মা উদ্বিগ্ন হলেন। লোক পাঠালেন মেয়ের খবর নিয়ে আসতে।

ওদিকে, হোসে ফার্ডিনান্ড কিন্তু খেপে উঠলেন মেয়ের ওপর। তাঁর ধারণা হলো, কর্নেলিয়া একমনে ডেকামেরন পড়ছে।

'ওসব আজেবাজে জিনিস পোড়ো না,' হাজার বার মেয়েকে একথা বলেছেন তিনি। কিন্তু সে শুনলে তো? আজ কর্নেলিয়া আসুক না, সব কর্মচারীদের সামনেই তিনি তাকে আচ্ছামত বকাঝকা করবেন। এছাড়া ওর আক্কেল হবে বলে মনে হয় না।

কিন্তু কোথায় কর্নেলিয়া! সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজা হলো, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। তার সহচরী মেরিনারও ছায়া দেখা গেল না। দু'জনে যেন স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে।

এতবড় দুর্গ তন্নতন্ন করে খোঁজা তো চাট্টিখানি কথা নয়। প্রায় গভীর রাতের দিকে মেরিনাকে পাওয়া গেল দুর্গসংলগ্ন বাগিচার নির্জন এক কোণে। মৃত। খুন করা হয়েছে তাকে।

কর্নেলিয়ার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

দুই

কর্নেলিয়ার পাত্তা নেই তো নেই। অমন যে প্রতাপশালী দুর্গপ্রধান হোসে ফার্ডিনান্ড তিনি পর্যন্ত অসহায় বোধ করছেন। তাঁর স্ত্রী অগাস্টা ঘন-ঘন জ্ঞান হারাচ্ছেন।

পরদিন বেলা এক প্রহর পেরিয়ে গেল, কিন্তু কেউ সামান্য খবরটুকু পর্যন্ত দিতে পারল না।

রাতে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। দলে-দলে সৈনিক ও ভৃত্যরা তা উপেক্ষা করে মনিবকন্যার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল। কিন্তু কোন ফল হয়নি। কাকভেজা হয়ে হতাশচিত্তে ফিরে এসেছে সবাই।

'প্রিন্স, সিনোরিটাকে কোথাও পাওয়া গেল না,' বলেছে তারা। 'এ দুঃসংবাদ বয়ে না এনে আমরা যদি মরেও যেতাম, সে-ও ভাল হত।'

অগত্যা, হোসে ফার্ডিনান্ড নিজে তৈরি হলেন বেরনোর জন্যে। তখন সকাল নটা। তাঁর মেয়েকে জোর করে যে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। মেরিনাকে খুন করেছে যাতে সে চেঁচামেচি করে লোক জড় করতে না পারে। আর কর্নেলিয়াকে হয়তো মুখ বেঁধে নিয়ে গেছে।

রাগে-ক্ষোভে দাঁতে দাঁত পিষছেন দুর্গপ্রধান। কার এতবড় দুঃসাহস? আলমাঞ্জার সীমানার ভেতর থেকে দুর্গপতির মেয়েকে ধরে নিয়ে যায় এতবড়

বুকের পাটা কার?

সে যে-ই হোক না কেন, তাকে ধরবেনই ধরবেন হোসে ফার্ডিনান্ড। তারপর আগুনে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবেন।

ফার্ডিনান্ডের সন্দেহ কিন্তু একজনের ওপর গিয়ে পড়ছে। কোয়ামোদো গুইশাম্পো। ওই বদমাশ কোয়ামোদোটাই সম্ভবত নাটের গুরু। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে চায় ছোকরা।

সার্ভেরোকে দুর্গ হিসেবে স্বীকার করেন না হোসে ফার্ডিনান্ড, ম্যাজেন্টো গুইশাম্পোকেও তিনি দুর্গপতির স্বীকৃতি দেন না।

এহেন ম্যাজেন্টো গুইশাম্পোর এমনকি বড় ছেলেও নয় কোয়ামোদো। বাবার ওই ছোট্ট কেল্লাটুকুর মালিকানাও বাবার অবর্তমানে তার ওপর বর্তাবে না। কেল্লার অধিকার পাবে বড় ভাই জ্যাভেদো। তারপরও কোয়ামোদোর ধৃষ্টতা দেখলে অবাক হতে হয়।

কর্নেলিয়ার কাছে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দেয় ও। কর্নেলিয়া বাপের বাধ্য মেয়ে। সে যা করা উচিত তাই করেছে।

'আমি এসব জানি না,' সাফ বলে দিয়েছে। 'তোমার যা বলার বাবাকে বলোগে যাও।'

কিন্তু সে সাহস হয়নি কাপুরুষ কোয়ামোদোর। লোকমুখে প্রস্তাবটা কানে আসে হোসে ফার্ডিনান্ডের। কর্নেলিয়া বলে মেরিনাকে, মেরিনা অগাস্টাকে এবং অগাস্টা বলেন স্বামীকে।

ফার্ডিনান্ড এর পরপরই মনস্থির করেন, কোয়ামোদোকে আবার যেদিন দেখবেন, সেদিনই বলে দেবেন সে যাতে আর তাঁর দুর্গে না আসে।

কিন্তু শয়তানটা তাঁকে সে সুযোগ দিলে তো? সে চুরি করে আলমাঞ্জা দুর্গে প্রবেশ করে অবলা নারী হত্যা করেছে, তারপর লুটে নিয়ে গেছে দুর্গের সেরা রত্নটিকে। ব্যাটাকে হাতের কাছে পেলে জ্যান্ত আগুনে ছুঁড়ে ফেলতেন ফার্ডিনান্ড।

কিছু লোকজন সঙ্গে নিয়ে আশপাশের টিলাগুলো তালাশ করে আসবেন ভেবে বেরোতে যাচ্ছিলেন ফার্ডিনান্ড, কিন্তু সিদ্ধান্তটা নিজেই বাতিল করে দিলেন।

অপরাধী যদি কোয়ামোদোই হয় তবে এখুনি রওনা দেয়া দরকার সার্ভেরোর উদ্দেশে। কোয়ামোদো ওখানে না গেলে কর্নেলিয়াকে নিয়ে যাবেটা কোথায়?

আলমাঞ্জা থেকে প্রায় বারো মাইলের পথ সার্ভেরো। তাছাড়া এটাও মাথায় রাখতে হবে, যত ছোট আর দুর্বলই হোক না কেন সার্ভেরো একটা দুর্গ তো বটে।

কাজেই, ওদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হলে সৈন্যদের সুসজ্জিত করে তারপর বেরোতে হবে। ঝোঁকের মাথায় হুট করে বেরিয়ে পড়লে বেইজ্জতি কাণ্ড হয়ে যেতে পারে।

তিনি চান বা না চান সময় তাঁকে ব্যয় করতেই হবে। অগত্যা, সৈন্যসজ্জায় মন দিলেন ফার্ডিনান্ড। তবে সার্ভেরোতে ইতোমধ্যে একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি দূত মারফত। দুর্গপ্রধান ম্যাজেন্টো গুইশাম্পোর উদ্দেশে চিঠিখানা লিখেছেন। অবশ্যই ভদ্রভাষায়। চিঠিটা এরকম:

'প্রিয় ভাই, আমার মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে।

অপহরণকারীরা যদি আপনার এলাকায় গিয়ে থাকে, তবে আমি নিশ্চয়ই আশা করতে পারি আপনি তাদের গ্রেপ্তার করে আমার মেয়েকে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন? খোদা আপনার মঙ্গল করুন।

ইতি–

হোসে ফার্ডিনান্ড দ্য আলমাঞ্জা।'

পত্রবাহক সার্ভেরোর দিকে রওনা দেয়ার খানিক পর, কয়েকজন মেষপালক একটা মৃতদেহ কাঁধে করে দুর্গে এসে হাজির। তারা দুর্গস্বামী ফার্ডিনান্ডের সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাঁকে লাশটা দেখাবে।

ফার্ডিনান্ড হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। মৃত লোকটিকে কিন্তু তিনি চিনতে পারলেন না। লোকটিকে দেখে ভদ্রলোক মনে হলো। পরনে আধা সামরিক পোশাক, বুকের কাছে বুলেটের ফুটো।

আগ্নেয়াস্ত্র অধুনা এ অঞ্চলে এলেও তার খুঁটিনাটি সম্পর্কে যথাসম্ভব অবগত আছেন হোসে ফার্ডিনান্ড। হাজার হলেও তিনি একজন দুর্গপ্রধান তো।

গুলির ফুটোটা দেখেই ফার্ডিনান্ড বুঝতে পারলেন, লোকটির মৃত্যু ঘটেছে পিস্তলের গুলিতে। আশ্চর্য! বন্দুক কিছু কিছু নজরে পড়লেও এ অঞ্চলে পিস্তল তো মোটেই সহজলভ্য নয়। এ লোকটিকে যে হত্যা করেছে সে নিশ্চয়ই এখানকার কেউ নয়।

ফ্রান্স থেকে ডিউক অর্লিয়াঁ এসে পড়েছেন সসৈন্যে, তবে কি তাঁর দলের কোন সৈনিক?

লেডি অগাস্টা ভেঙে পড়েছেন, কিন্তু তিনি পর্যন্ত দুর্গে লাশ আসার খবর শুনে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছেন। লাশটা নাকি কোন এক ভদ্রলোকের। তাঁর স্বামী চিনতে পারেননি, কিন্তু তাতে কি? দুর্গে অনেক সময় অনুপস্থিত থাকেন ফার্ডিনান্ড। তখন অতিথি-অভ্যাগতদের আপ্যায়িত করতে হয় অগাস্টাকে। সুতরাং, এ লোকটি ফার্ডিনান্ডের কাছে অপরিচিত হলেও তিনি চিনলেও চিনতে পারেন।

ভুল ভাবেননি অগাস্টা। মৃতদেহের ওপর একবার নজর বুলিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

'এ তো ডন ফেলিক্স! কোয়ামোদোর বন্ধু। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে এসেছে। এ তারমানে জড়িত ছিল ঘটনার সাথে। কোথায় পাওয়া গেল একে? কর্নেলিয়া–কর্নেলিয়ার কোন খবর পাওয়া গেছে?'

'কোথায় পেয়েছ একে?' ফার্ডিনান্ড এতক্ষণে প্রশ্ন করলেন।

মেষপালকদের মধ্য থেকে একজন জবাব দিল।

'ডেভিলস কেভের নাম শুনেছেন তো, হুজুর? ট্রিটন হিলের পশ্চিম মাথায়–সেই গুহাটার ভেতর পাওয়া গেছে একে।'

না, কর্নেলিয়ার দেখা ওরা পায়নি। তবে আশপাশে ঘোড়ার খুরের দাগ দেখেছে। কাল রাতে বৃষ্টি হওয়াতে নরম মাটিতে একটা খুরের দাগ দেবে বসে গিয়েছে। স্পষ্ট দেখা যায়।

'মাত্র একটা ঘোড়া?' ফার্ডিনান্ডের প্রশ্ন।

ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল লোকটা।

'ঘোড়াটা কোন্‌দিক থেকে এসেছে, কোন্‌দিকে গেছে পায়ের দাগ দেখে কিছু আন্দাজ করতে পারোনি?'

'না, হুজুর। আমরা সামান্য মেষপালক, ঘোড়ার কিইবা বুঝি? অতসব দেখার কথা মাথায়ই আসেনি।'

হোসে ফার্ডিনান্ড এবার সেনাপতি রোডারিগকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে সৈন্যসজ্জার নির্দেশ দিয়ে নিজে ধাবিত হলেন ট্রিটন হিলের উদ্দেশে।

ডন ফেলিক্স যেহেতু ওখানে মারা পড়েছে, তারমানে কোয়ামোদোও তার সঙ্গে ছিল। আর কোয়ামোদো থেকে থাকলে কর্নেলিয়ারও না থাকার কারণ নেই।

আলমাঞ্জা থেকে ছ-সাত মাইলের পথ এই ট্রিটন হিল, অবশ্য যদি মাঠের ভেতর দিয়ে যাওয়া হয়। তবে মাঝখানে অ্যাভার্নন রিজ নামে একটা পাহাড় পড়ে। ওটাকে পাক দিয়ে গেলে দূরত্বটা মাইল সাতেকের মত। আর যারা কষ্ট করে অ্যাভার্নন টপকে যাবে তাদের জন্যে চার-সাড়ে চার মাইল।

বিসমিল্লায় ভুল করলেন হোসে ফার্ডিনান্ড। তাঁর ধারণা হলো, কোয়ামোদো ও ফেলিক্সের সঙ্গে যেহেতু ঘোড়া ছিল না, ওরা অ্যাভার্নন ডিঙিয়ে ট্রিটনে যায়নি। কেননা, শখ করে কেউ একটা মেয়েকে কাঁধে বয়ে পাহাড়ের চড়াই ভাঙতে যাবে না। আর এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোও যেমন, দেয়ালের মত সব খাড়া উঠে গেছে ওপরদিকে। বিশেষ দক্ষতা না থাকলে ওসব পাহাড়ে ওঠা দুঃসাধ্য, সঙ্গে বোঝা থাকুক বা না থাকুক। কাজেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, কোয়ামোদোরা অ্যাভার্ননকে পাক দিয়ে ট্রিটন গেছে।

আর এখানেই ভুলটা করলেন হোসে ফার্ডিনান্ড।

কোয়ামোদোদের পাহাড়ে চড়ার দক্ষতা নেই, এ ধারণাটা কোত্থেকে পেলেন তিনি? ওরা বেপরোয়া ধরনের যুবক। আর সেজন্যেই নানা রকমের শারীরিক কসরতে অভ্যস্ত। পাহাড়ে ওঠা-নামা করার অভ্যাসও ওরা রীতিমত বজায় রেখেছিল। এবং কালরাতে তার সুফলও পেয়েছে। কর্নেলিয়াকে কাঁধ বদল করে দু'জনে দিব্যি পেরিয়ে গেছে অ্যাভার্নন রিজ।

ওরা যখন পাহাড় টপকাচ্ছে তখন ঝড় চলছে, বৃষ্টি আসন্ন। অ্যাভার্নন পাহাড়টা একেবারে সমতল। ওখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। কাজেই ওরা পাহাড় বেয়ে নেমে সোজা ছুটেছে ট্রিটনের উদ্দেশে। ওদের তো জানাই ছিল, ট্রিটনে রয়েছে ডেভিলস কেভ—শয়তানের গুহা।

হোসে ফার্ডিনান্ড কিন্তু ঘোড়া ছোটাচ্ছেন মহাকান্তারের বুক চিরে। কিন্তু তিনি একবারটি যদি অ্যাভার্ননের চূড়ায় উঠতেন, তবে তাঁর, কর্নেলিয়ার ও সাভানার···সবার জন্যেই ভাল হত।

ওদিকে কি হয়েছে, কর্নেলিয়াকে সুস্থ করে তুলেছে সাভানা। কিন্তু আলমাঞ্জার সঠিক অবস্থান মেয়েটি ওকে জানাতে পারেনি। কর্নেলিয়াকেও দোষ দেয়া যায় না। ট্রিটন হিলের এই ডেভিলস কেভে আগে কখনও আসা তো দূরের কথা, এর নামও কোনদিন শোনেনি সে।

সাভানাকে সে কোনমতেই বলতে পারল না এটা কোন্ জায়গা। বলাবাহুল্য,

আলমাঞ্জা কোন্‌দিকে সে সম্পর্কেও বিন্দুমাত্র ধারণা দিতে পারেনি।

তবে এটুকু তার মনে আছে, কোয়ামোদোরা তাকে কাঁধে করে একটা পাহাড়ে ওঠে, আবার নেমেও আসে। খুব সম্ভব সে পাহাড়টি কাছেপিঠেই হবে।

এই সামান্য খবরটুকুই কেবল সাভানা উদ্ধার করতে পেরেছে কর্নেলিয়ার কাছ থেকে।

একটা পাহাড় ডিঙিয়ে অপহরণকারীরা ওকে এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কোথায় সেই পাহাড়?

সকাল হতে না হতেই গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এল সাভানা। আকাশের দিকে নজর বুলাচ্ছে। ওর চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা পাহাড়কে। কোথায় সেটা?

বেশিক্ষণ অবশ্য খোঁজাখুঁজি করতে হলো না। উত্তরদিকে একটা পাহাড় চোখে পড়ল। বড়জোর দু'মাইল হবে দূরত্ব। উচ্চতা কম হলে কি হবে, খুবই দুরারোহ–প্রায় খাড়া পাহাড়।

খানিকটা চিন্তায় পড়ে গেল সাভানা।

'রোজালি কি পারবে দু'দুটো সওয়ারী নিয়ে ওই পাহাড়ে উঠতে?' মনে মনে বলল ও।

কিন্তু না উঠেই বা উপায় কি? ওই পাহাড়ের ওপর দিয়েই তো আলমাঞ্জা যেতে হবে।

রোজালির পেটে কাল থেকে দানা-পানি কিছু পড়েনি। জিন লাগাম যেমন পরানো ছিল তেমনি আছে। সাভানা ইচ্ছে করেই ওগুলো খোলেনি। শত্রু একটা নিপাত গেলেও আরেকটা পালিয়েছে। সে যদি দলবল নিয়ে ফিরে আসে? আসাটাই স্বাভাবিক। সিনোরিটা কর্নেলিয়ার কথা অনুযায়ী লোকটা তো এক বেপরোয়া ধরনের দস্যুই বটে।

প্রথম সুযোগেই কর্নেলিয়াকে নিয়ে পালাতে হবে সাভানাকে। তাই সে সারারাত প্রিয় ঘোড়াটিকে বন্ধনমুক্ত হওয়ার সুযোগ দিতে পারেনি।

সারাটা রাত খুব কষ্ট পেয়েছে রোজালি। ক্ষুধার্তও সে। কিন্তু ভোর হচ্ছে, এখন আবার ছুটতে হবে তাকে। ওর গতির ওপরই তো দু'দুটো মানুষের জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

রোজালির মনিব নিজের অজান্তেই কোয়ামোদো গুইশাম্পোকে শত্রু বানিয়ে ফেলেছে। সে পারে না হেন দুষ্কর্ম নেই। কে জানে, এই মুহূর্তে হয়তো সে গুণ্ডা-বদমাশদের নিয়ে দল পাকিয়ে ছুটে আসছে, কর্নেলিয়াকে ফের অপহরণ করতে।

'আপনি আমার পেছনে ঘোড়ার পিঠে বসতে পারবেন?' সসংকোচে প্রশ্ন করল সাভানা। 'ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস আছে?'

কর্নেলিয়া লজ্জা পেলেও কি আর করবে, ঘোড়া যখন একটা আর আরোহী দু'জন তখন তো না চেপে উপায় নেই।

অন্যদিকে চেয়ে মাথা নেড়ে সায় দিল ও।

ভোরের আলো তখনও ভাল করে ফোটেনি, অ্যাভার্ননের দিকে ছুটল রোজালি। সামনে লাগাম হাতে সাভানা, আর পেছনে ওর কোমর বেষ্টন করে বসেছে কর্নেলিয়া–দু'পা ঝুলিয়ে দিয়েছে একপাশে।

অ্যাভার্ননের মাথায় যখন উঠল রোজালি, ছ'টা বাজে তখন।

হোসে ফার্ডিনান্ড সদলে ঘোড়া দাবড়ে এলেন সকাল এগারোটা নাগাদ। তিনি যদি নিচে দিয়ে না গিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে যেতেন, তাহলে দেখতে পেতেন পাহাড়চূড়ায় মরে পড়ে আছে রোজালি। আর সাভানার অজ্ঞান দেহ পড়ে আছে তার পাশে।

কর্নেলিয়া ঘটনাস্থলে নেই। তবে তার পায়ের এক পাটি জুতো পড়ে আছে রোজালির দেহের তলায়, আর কাঁটা গাছে জড়িয়ে আছে তার মাথার ওড়না।

ঘটনাটা এরকম।

আগের রাতে কোয়ামোদো যখন আলমাঞ্জায় প্রবেশ করে তখন সঙ্গে ছিল শুধু ফেলিক্স। অন্যদেরকে সে দুর্গের বাইরে বিশেষ একটি জায়গায় অপেক্ষা করার নির্দেশ দেয়। তার কাজ যদি ভালয়-ভালয় উতরে যেত তবে এসব সহকারীদের সঙ্গে সে আর যোগাযোগের চেষ্টা করত না। কর্নেলিয়াকে নিয়ে ফেলিক্স আর সে পগার পার হয়ে যেত দূরের কোন শহরের উদ্দেশে। তার সহকারীরা সারা রাত মশার কামড় খেয়ে ভোরের আগে ফিরে যেত যার যার ঘরে। তবে অবশ্যই কোয়ামোদোকে গালি-গালাজ করতে করতে।

কিন্তু কপাল খারাপ কোয়ামোদোর। ফেলিক্স অপ্রত্যাশিতভাবে মারা পড়েছে আর সে কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বেঁচেছে। সে বুঝে পাচ্ছে না কে এই অচেনা শত্রু।

সে যে-ই হোক, এখন কিন্তু ওর পরিত্যক্ত বন্ধুদের কথা বড্ড মনে পড়ছে! তারা পাঁচ-ছয় মাইল দূরে রয়েছে। ট্রিটন থেকে ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাদের খবর দেয়া এবং সঙ্গে করে ছুটতে ছুটতে নিয়ে আসা বেদম পরিশ্রমের কাজ। কিন্তু উপায় কি, বেপরোয়া লোকের কি কখনও পরিশ্রমের পরোয়া করলে চলে?

ঝড়-বৃষ্টি হওয়াতে একরকম সুবিধাই হয়েছে কোয়ামোদোর। কোন সন্দেহ নেই ওই অচেনা শত্রুটার পক্ষে ট্রিটন ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। একা হলে আলাদা কথা ছিল। কিন্তু একজন অসহায় নারীকে ফেলে যোদ্ধা লোকটা কখনোই চলে যাবে না।

কাজেই ধরে নেয়া যায়, ওরা দু'জন এখনও ওই ডেভিলস কেভের ভেতরই রয়েছে। থাকুক না, কোন অসুবিধা নেই কোয়ামোদোর। সারা রাত দুর্যোগ চলুক, কোয়ামোদো ভোর নাগাদ বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ফিরে আসতে পারবে–কর্নেলিয়াকে ফের পাকড়াও করার জন্যে।

বেপরোয়া কোয়ামোদো রাতের মধ্যে সহচরদের নিয়ে ফিরে আসে অ্যাভার্ননের চূড়ায়। খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেয় তারা এখানে। ঝড় নেই, অল্প-অল্প বৃষ্টি পড়ছে। পুবাকাশ রাঙা হচ্ছে ধীরে-ধীরে।

ডেভিলস কেভে হানা দেয়ার এখনই সময়।

অবশ্য কর্নেলিয়ারা যদি গুহা ছেড়ে আলমাঞ্জার দিকে রওনা হয়, তাদেরকে তো যেতে হবে এদিক দিয়েই। কাজেই অত চিন্তার কিছু নেই। চোখ এড়িয়ে পালাতে পারবে না। হয় অ্যাভার্ননের চূড়ায়, নয়তো পাদদেশে ঠিক দেখা মিলবে ওদের।

ওদের আটজনের হাতে এখন আটটা বন্দুক। ঘোড়াটাকে আগে খতম করে দেয়া গেলে ওই বিদেশী লোকটা একা কি করতে পারবে এতজনের বিরুদ্ধে?

ওরা লক্ষ করে, ঘোড়াটা পাহাড়টাকে পাক না খেয়ে সোজা উঠে আসছে চূড়ার উদ্দেশে। বাহ, এই তো চেয়েছে ওরা। পাহাড়চূড়ায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে দলটা। কর্নেলিয়ারা যাতে দেখে না ফেলে।

যা ভেবেছিল তাই ঘটল। নির্দ্বিধায় রোজালিকে নিয়ে পাহাড়ে উঠে আসে সাভানা। এবং পরমুহূর্তে তাকে ও তার ঘোড়াকে লক্ষ্য করে আটটা বন্দুক আগুন ওগরায়।

কাঁচা হাত, ফলে চারটে গুলিই যায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে। দুটো বেঁধে রোজালির গায়ে, আর দুটো সাভানার পায়ে। কর্নেলিয়াকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়নি।

আহত হলেও তড়িঘড়ি লাফিয়ে নেমে পড়ে সাভানা। রোজালির আঘাত কতটা গুরুতর বুঝে উঠতে পারেনি ও, কিন্তু যেভাবে টলছিল তাতে ঘাবড়ে যায় সে।

নিজে আগেভাগে নেমে পড়ার কারণ, সে না নামলে কর্নেলিয়াকে নামাবে কি করে? রোজালি যদি পড়েই যায়, তখন সময় থাকতে নেমে না পড়লে কর্নেলিয়ার দেহ তো চাপা পড়বে ঘোড়াটার নিচে।

কিন্তু সব চেষ্টা বিফলে যায় সাভানার।

গুলি দুটো হৃৎপিণ্ডে লেগেছিল রোজালির। ফলে, কর্নেলিয়াকে নামাতে পারার আগেই ঢলে পড়ে যায় রোজালি। আর তার পেটের নিচে চাপা পড়ে কর্নেলিয়া। আঘাত না পেলেও আতঙ্কে জ্ঞান হারায় সে।

এই সময় কোয়ামোদা আবার গুলি চালায় সাভানাকে লক্ষ্য করে। কাঁধে বুলেট লাগলে চেতনা হারিয়ে পড়ে যায় সাভানা।

দুর্বৃত্তরা ওর দিকে আর নজর না দিয়ে মনোযোগ দেয় কর্নেলিয়ার প্রতি। মেয়েটির বুকে ক্ষীণ স্পন্দন। বাঁচে না মরে কে জানে। অপেক্ষা করাই ভাল। মরেই যদি যায়, খামোকা তাকে কাঁধে করে বয়ে বেড়ানোর কোন মানে হয় না। বেঁচে থাকলে তবে না কোয়ামোদো ওকে বিয়ে করতে পারবে!

আট গুণ্ডা পাহাড়চূড়ায় বসে থাকে ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা। কর্নেলিয়া বাঁচে না মরে দেখার জন্যে।

একসময় তারা সচকিত হয়ে ওঠে। লক্ষ করে হোসে ফার্ডিনান্ড পাহাড়ের নিচ দিয়ে সদলবলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাচ্ছেন।

তিন

এখন কি করা?

হোসে ফার্ডিনান্ড যখন এদিকে এসে পড়েছেন, তখন নিশ্চয়ই ডেভিলস কেভে যাবেন। ওখানে গিয়ে আর কাউকে না পেলেও ফেলিক্সের লাশটা ঠিকই পাবেন। কোয়ামোদোর দল এখনও জানে না মেষপালকরা ফেলিক্সের লাশ আবিষ্কার করেছে, এবং বয়ে নিয়ে গেছে আলমাঞ্জা দুর্গে।

এদের বিশ্বাস, হোসে ফার্ডিনান্ডের অভিজ্ঞ চোখে আরেকটি জিনিস ধরা পড়বে। অচেনা আগন্তুক ওই সৈনিকটির ঘোড়ার খুরের ছাপ। ডেভিলস কেভ থেকে ঘোড়ার পদচিহ্ন চলে এসেছে অ্যাভার্ননের দিকে। একবার ব্যাপারটা চোখে পড়লে এখানে ছুটে আসতে কালবিলম্ব করবেন না হোসে ফার্ডিনান্ড।

কর্নেলিয়ার জ্ঞান ফেরেনি এখনও। তবে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন জোরাল হয়েছে। আর দেরি নয়, এবার যেতে হয়। ওকে তো ফেলে রেখে যাওয়া যায় না কম তো কষ্ট করা হয়নি ওর জন্যে। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ফেলিক্স মারা পড়ল কেন, ওর কারণেই তো। কর্নেলিয়া হাতে থাকলে হোসে ফার্ডিনান্ড কোয়ামোদোর কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হবেন।

কাজেই, কাঁধে তোলা হলো কর্নেলিয়াকে। স্থির হলো, পথে মারা পড়লে পথেই ফেলে দেয়া হবে মৃতদেহ।

অ্যাভার্নন ত্যাগের আগে কোয়ামোদো সাভানার অচেতন দেহটা একবার পরখ করে নিল। মরেনি ব্যাটা। আর মরবার মত গুরুতর জখম তো হয়ওনি ওর। রক্তক্ষয়ের কারণে জ্ঞান হারিয়েছে। হারাবেই তো, তিন তিনটে গুলি বিঁধেছে–রক্ত তো কম ঝরেনি।

সাভানা মরেনি, এবং তাকে মেরে ফেলার কোন ইচ্ছেও নেই কোয়ামোদো কিংবা তার সহচরদের। হাজার হলেও কোয়ামোদো ভদ্র ঘরের সন্তান, স্বভাব দুর্বৃত্ত নয়। ওর যে অধঃপতন হয়েছে তার কারণ ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা। দুর্গ, জমিদারি কিছুই তো পাবে না ও। সব পাবে ওর বড় ভাই। তাহলে ওর চলবে কি করে? জন্ম নিয়েছে জমিদারের ঘরে, মানুষ হয়েছে আরাম-আয়েশে; অথচ তারপরও ভবিষ্যৎ দৈন্য দশার চোখ রাঙানি সইতে হচ্ছে।

শৌর্য-বীর্যে সে কারও চাইতে কম নয়। কিন্তু আলমাঞ্জার উত্তরাধিকারিণীর দিকে হাত বাড়ালে তাকে বামনের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

সেই ছোটবেলা থেকেই হীনম্মন্যতায় ভুগছে কোয়ামোদো। একই মায়ের পেটে জন্ম নিলেও তার ভাই করবে জমিদারি, আর তাকে কিনা চিরজীবন তাই চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে। ধিক্ এই আইনকে। এজন্যেই তো চরম হতাশায় ডুবে গিয়ে অন্যায়ের পথে পা বাড়িয়েছে কোয়ামোদো। আর একবার এ পথে পা বাড়ালে ফিরে আসার কোন উপায় থাকে না। কিভাবে কিভাবে যেন মানুষ পাপের নাগপাশে জড়িয়েই পড়ে। ওর মনের আশা, ফার্ডিনান্ডের একমাত্র সন্তান কর্নেলিয়াকে বিয়ে করে শ্বশুরের জমিদারি ভোগ করবে।

তারপরও এই বিদেশী লোকটিকে হত্যা করার ইচ্ছে কিংবা প্রয়োজন কিছুই বোধ করল না কোয়ামোদো। লোকটির পরনে সেনাবাহিনীর উর্দি। দেখে মনে হয় পদস্থ সৈনিক। স্পেনদেশের সেনাবাহিনী নয়, হয়তো ফ্রান্সের হতে পারে।

ফরাসি সেনাপতি ডিউক অর্লিয়াঁ শখানেক মাইল দূরে সদলবলে তাঁবু ফেলেছেন। এই লোক তাঁর দূত জাতীয় কেউ হতেও পারে। ভাবনাটা মাথায় আসতে ঢোক গিলল কোয়ামোদো।

সাভানার জামার ভেতর একটা হাত ঢুকিয়ে দিল ও। টেনে বের করে আনল একটা রেশমী থলে। নাড়া পড়তে ভেতরে ঝনঝন করে উঠল কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা।

'পেয়েছি! পেয়েছি!' সঙ্গীদের কয়েকজন সোল্লাসে চিৎকার ছাড়ল। সবার দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।

কোয়ামোদো নিজের জন্যে দুটো স্বর্ণমুদ্রা তুলে নিয়ে থলেটা ছুঁড়ে দিল সহচরদের উদ্দেশে। অভাব তারও তো কম নয়!

কোয়ামোদো এবার সাভানার জামার ভেতরটা আবার হাতড়াতে শুরু করল; এ লোক ফরাসি সেনা হলে শুধু স্বর্ণমুদ্রা নয় আরও গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু থাকবে সঙ্গে।

পাওয়া গেছে! মোটা একটা খাম।

চোখের পলকে ওটাকে নিজের জামার ভেতর চালান করে দিল কোয়ামোদো। আর এখানে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। দু'জন সঙ্গী কর্নেলিয়াকে কাঁধে তুলে নিয়েছে, তাদের সামনে-পেছনে বাকি ছয়জন।

খাড়া পাহাড়। সাবধান থাকতে হবে যাতে অচেতন দেহটি কাঁধ থেকে খসে পড়ে না যায়। দৈবাৎ যদি পড়ে-টড়ে যায় তাহলে আর দেখতে হবে না, কোয়ামোদোর বিয়ের সাধ মিটে যাবে। ছাতু হয়ে যাওয়া মৃতদেহকে কেউ কোনদিন বিয়ে করতে পারে?

কোয়ামোদোরা পাহাড় থেকে নেমে গেছে। এর আধ ঘণ্টা পরের কথা।

ডেভিলস কেভ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন হোসে ফার্ডিনান্ড। পুব দিক থেকে একটা ঘোড়া এসেছিল। ওটার পায়ের দাগ ধুয়ে-মুছে গেছে বৃষ্টির পানিতে। কিন্তু গুহা থেকে এক সার পদচিহ্ন চলে গেছে পশ্চিমদিকে। স্পষ্ট চোখে পড়ে। এর মানে, ঘোড়াটা কাল রাতে গুহা ত্যাগ করেনি, করেছে আজ সকালে। এবং সেটা মেষপালকরা এখানে আসার আগেই।

অশ্বারোহী লোকটা এখন কোথায়, কত দূরে কে জানে। তার খোঁজ বের করা গেলে হদিস পাওয়া যাবে কর্নেলিয়ারও।

অ্যাভার্নন পাহাড়ের উদ্দেশে সদলে রওনা হলেন হোসে ফার্ডিনান্ড। কেননা, ঘোড়ার খুরের দাগ ওদিকটাই ইঙ্গিত করছে।

খুরের চিহ্ন অনুসরণ করে অবশেষে পাহাড়ের মাথায় উঠে এলেন হোসে ফার্ডিনান্ড। আর তার পরমুহূর্তে তাঁর মাথা চক্কর দিয়ে উঠল।

একটা ঘোড়া ও একজন মানুষ সামনেই মরে পড়ে আছে। লোকটার পরনে ফরাসি সেনাবাহিনীর পোশাক। পদস্থ ফরাসি সৈনিক।

এ লোক এখানে কেন, কিভাবে? কর্নেলিয়ার সঙ্গে নিজেকে জড়াল কি করে?

পিস্তলের গুলিতে মারা পড়েছে ফেলিক্স, তবে কি এর গুলিতে? পিস্তল অবশ্য এমুহূর্তে তার কোমরে দেখা যাচ্ছে না। হত্যাকারী নিশ্চয়ই ওটা চুরি করে নিয়ে গেছে। তরোয়াল, ছোরা, এমনকি বন্দুকও এ অঞ্চলে সবার হাতে হাতে ঘোরে। কিন্তু পিস্তল চাইলেই পাওয়া যায় না।

নিশ্চয়ই কোয়ামোদোরা খুন করেছে একে। এ লোক হয়তো কর্নেলিয়াকে উদ্ধার করে আলমাঞ্জার দিকে যাচ্ছিল, চোরাগোপ্তা হামলা করে একে হত্যা করেছে ওরা—আবারও অপহরণ করেছে কর্নেলিয়াকে।

আফসোসের অন্ত রইল না হোসে ফার্ডিনান্ডের। তিনি যদি একবারটি

পাহাড়চূড়ায় উঠতেন তবে হয়তো অপহৃত মেয়েকে উদ্ধার করতে পারতেন, বাঁচাতে পারতেন এই অচেনা বন্ধুটিকে মৃত্যুর হাত থেকে।

হোসে ফার্ডিনান্ড সাভানার দেহ তল্লাশী করতে বসলেন। জানেন, কোয়ামোদো একবার ভালভাবে পরীক্ষা করে গেছে, তবু। ভাগ্যক্রমে যদি কোন কাগজপত্র ওদের নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকে এই আশায়।

কাগজ পাওয়া গেল না, কিন্তু একি!

চমকে উঠলেন হোসে ফার্ডিনান্ড। লোকটা বেঁচে আছে? ক্ষীণ হৃৎস্পন্দন টের পেলেন বলে মনে হলো না?

পানি! পানি!!

পানি আছে হোসে ফার্ডিনান্ডের কাছে।

প্রচুর রক্ত ঝরেছে জখম স্থানগুলো থেকে। রক্তপাত বন্ধ হয়নি এখনও, অল্প-অল্প ঝরছে।

অ্যাভার্নন পাহাড়ে এমন কোন গাছপালা নেই যে একটা খাটিয়া মত কিছু বানানো যাবে, মুমূর্ষু মানুষটিকে বয়ে নেবার জন্যে, কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়ার লোক হোসে ফার্ডিনান্ড নন। তিনি নির্দেশ দিতে তিন-চারজন সৈনিক তাদের কোট খুলে ফেলল। কোটের সঙ্গে কোটের গিঁট দিয়ে তৈরি করা হলো একটা কম্বল জাতীয় স্ট্রেচার। তার ওপরে সাভানাকে শুইয়ে চার কোনা ধরল চারজনে।

খুব শক্ত হবে অচেতন এই লোকটিকে খাড়া পাহাড় থেকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু তা বলে তো পিছপা হলে চলবে না। খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এই আহত লোকটি। একে তো সে ফরাসি সেনাবাহিনীর একজন পদস্থ কর্মচারী, তায় আবার সিনোরিটা কর্নেলিয়া অপহরণ ঘটনার একমাত্র সাক্ষী।

হোসে ফার্ডিনান্ডের সঙ্গে জনা কুড়ি লোক। তাদের পাঁচজনকে সাভানার দায়িত্ব দিয়ে আলমাঞ্জার দিকে পাঠিয়ে দিলেন তিনি। অগাস্টার হাতে ওকে তুলে দিলেই নিশ্চিন্ত–শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হবে না।

কর্নেলিয়ার সন্ধানে বাকি পনেরোজনকে নিয়ে রওনা দেবেন হোসে ফার্ডিনান্ড। সূত্র যখন একটা পেয়েছেন অনুসরণ করবেন না কেন। এই ফরাসি যুবকটির সঙ্গেই ছিল তাঁর মেয়ে। ওই মৃত ঘোড়াটি নিশ্চয়ই বহন করছিল ওদের। তা নাহলে ওটার পেটের নিচে জুতো পড়ে থাকত না কর্নেলিয়ার। কাঁটা ঝোপে পড়ে থাকত না ওড়না।

কোন সন্দেহ নেই, এই আহত যুবকের সঙ্গেই ছিল সে। একে জখম করে কর্নেলিয়াকে ধরে নিয়ে গেছে অপহরণকারীরা।

এ পর্যন্ত বেশ পরিষ্কারই বুঝতে পারছেন হোসে ফার্ডিনান্ড। কিন্তু তারপর কি ঘটেছে?

পরেরটুকু অনুমান করে নিতে হচ্ছে। দুর্বৃত্তদের সঙ্গে ঘোড়া ছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। হয়তো ওরা বেশিদূর যেতে পারেনি। সেক্ষেত্রে অশ্বারোহী ফার্ডিনান্ডবাহিনীর তো ওদের ধরে ফেলতে বেগ পাওয়ার কথা নয়।

ধু-ধু মরুভূমি চারদিকে। প্রশ্ন হচ্ছে, ওরা গেছে কোন্ পথে?

চারপাশে ট্রিটন পাহাড়ের মত টিলা, পাহাড় কিংবা বাঁধ রয়েছে প্রায় গোটা

বারো।

এমুহূর্তে অ্যাভার্ননের চূড়া থেকেও দস্যুদের দেখা যাচ্ছে না। কোন পাহাড়ের আড়ালে হয়তো ঢাকা পড়ে গেছে দস্যুদলটা। উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে এলেই চোখে পড়বে।

কিন্তু আর কতক্ষণই বা অপেক্ষা করবেন ফার্ডিনান্ড? অপেক্ষা করা মানে ওদেরকে সার্ভেরো কেল্লার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া

দুর্গপ্রধান গুইশাম্পো কোয়ামোদোকে পছন্দ করেন না, একথা ঠিক। শুধু হোসে ফার্ডিনান্ড নন, এই বিস্কে উপকূলের প্রতিটি মানুষ জানে, পিতা-পুত্রের সদ্ভাব নেই। কিন্তু তারপরও রক্তের সম্পর্ক বলে কথা। বিপন্ন পুত্রের সাহায্যে কোন্ পিতা না এগিয়ে আসেন? বিশেষ করে যেখানে বংশমর্যাদার প্রশ্ন জড়িত।

এ অঞ্চলে এ ধরনের অপহরণের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। বিবাহযোগ্যা তরুণীদের নিজের কিংবা পরিবারের মুরুব্বীদের কারও অসম্মতি থাকলে পাণিপ্রার্থী তরুণরা এ অপকর্মটি করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অপহৃতা তরুণীর বাবা বাধ্য হয়ে বিয়েতে মত দেন, তখন গোলমাল মিটে যায়।

অবশ্য সব সময় এমনটা ঘটে না। মেয়েটি হয়তো একরোখা, জেদী। অপহরণকারীর বাড়িতে গিয়ে হয়তো অপমানের জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে বসল। ব্যস, শুরু হয়ে গেল বংশানুক্রমিক প্রতিহিংসা। দুটি বংশের মানুষ মারা পড়তে থাকল পাল্টাপাল্টি। এই রীতি ইতালির চাইতে কোন অংশে কম চালু নয় স্পেনে।

কোয়ামোদোর জিম্মায় কর্নেলিয়া যদি আত্মঘাতিনী হয় তবেই বাধবে গোল। জ্বলে উঠবে আগুন। সে আগুন কয়েক শতাব্দীতেও নিভবে না।

কোয়ামোদো যদি মারা পড়ে হোসে ফার্ডিনান্ডের হাতে, ফার্ডিনান্ডকে হত্যা করবেন কোয়ামোদোর বাবা ম্যাজেন্টো বা বড় ভাই জ্যাভেদো। তাকে হত্যা করার দায় বর্তাবে কর্নেলিয়ার কোন জ্ঞাতি ভাইয়ের ওপর, যেহেতু ওর আপন ভাই নেই। সেই ভাই যেমন আলমাঞ্জার জমিদারি পাবে তেমনি পাবে প্রতিশোধ গ্রহণের দায়িত্ব। জীবনে হয়তো সে ম্যাজেন্টো কিংবা জ্যাভেদোকে চোখেও দেখেনি, কিন্তু তবু তাদের খুঁজে বের করে হত্যা করাটা হয়ে দাঁড়াবে তার জীবনের পবিত্রতম দায়িত্ব।

যাক সে কথা। এখন মূল সমস্যা হচ্ছে, কোয়ামোদো যদি কোনভাবে তার বাপ-ভাইদের কাছে পৌছতে পারে তবে সাহায্য লাভ অবধারিত। সার্ভেরো দুর্গ তার পাশে এসে দাঁড়াবে। আর সেক্ষেত্রে পনেরোজন সৈনিক নিয়ে ফার্ডিনান্ড কিছুই করতে পারবেন না। তিনি জানেন, পনেরো কেন পনেরোশো সৈনিক সঙ্গে থাকলেও সার্ভেরোকে কব্জা করা অত সহজ নয়। কেননা, দুর্গটা ছোট হলেও দুর্ভেদ্য। এর প্রমাণ রয়েছে স্পেনের ইতিহাসের নানান পাতায়।

কাজেই আর সময় নষ্ট নয়। সাভানাকে নিয়ে বাহকরা পাহাড় থেকে নেমে যেতেই সঙ্গীদের নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটালেন ফার্ডিনান্ড। লক্ষ্য তাঁর মরুভূমির সেই বিশেষ কোণটি–দুর্বৃত্ত কোয়ামোদোর সম্ভাব্য গন্তব্য সার্ভেরো কেল্লার অবস্থান যেদিকে।

বেলা এখন দুপুর।

গত রাতের ঝড়-বৃষ্টির পর আকাশ এখন পরিষ্কার। রোদের তাপে তেতে উঠেছে পৃথিবী। আকাশ থেকে যেমন আগুনের হলকা ঝরছে তেমনি অগ্নিতপ্ত পায়ের নিচে বালুপ্রান্তর। বাতাসে তাপতরঙ্গের কাঁপন। সামনের দিকে চাইলে সে কাঁপন স্পষ্ট দেখা যায়।

কর্নেলিয়া অনেকক্ষণ আগেই চেতনা ফিরে পেয়েছে, একটা ঘোরের মধ্যে আছে সে। কোয়ামোদো মাঝে মাঝেই তার চোখে-মুখে পানির ছিটে দিচ্ছে, সযত্নে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে দিচ্ছে। এ মুহূর্তে এর চাইতে বেশি কিছু করার উপায় নেই তার।

আর বড় জোর দু'ঘণ্টা। এরমধ্যেই পৌঁছে যাবে সে সার্ভেরো দুর্গে। বাপ-ভাই হয়তো ওর অপকীর্তি দেখে মহাখাপ্পা হয়ে উঠবে, কিন্তু ওকে ফেলে দেবে না। একথা মন থেকে বিশ্বাস করে ও।

বাবাকে যে খুশি করতে পারবে এতে কোন সন্দেহ নেই কোয়ামোদোর। না, না; কর্নেলিয়াকে দেখে যে বাবা খুশি হবেন তা নয়। খুশি হবেন একটা দলিল দেখে। অতি মূল্যবান এক দলিল। ফরাসি সেনাপতি ডিউক দ্য অর্লিয়াঁর একটা চিঠি। তিনি ওটা পাঠিয়েছেন আলমাঞ্জার দুর্গপ্রধান হোসে ফার্ডিনান্ডের নামে। ওই আহত ফরাসিটা, মানে সেন্ট সাভানার পকেট হাতড়ে কাগজটা উদ্ধার করে এনেছে কোয়ামোদো।

ম্যাজেন্টো গুইশাম্পোর হাতে চিঠিটা তুলে দেয়া হলে তিনি কি কোয়ামোদোকে বুকে জড়িয়ে না ধরে পারবেন?

চার

তিন দিন পর। প্রিন্স রিজেন্ট ফ্রান্সিসের শিবিরে দেখা গেল ম্যাজেন্টো গুইশাম্পোকে।

স্পেনে এমুহূর্তে জটিল রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছে। গত বছর সাবালক হয়েছেন সিংহাসনের অধিকারী রাজা ফিলিপ। কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতা এখনও তাঁর হাতে আসেনি।

তিনি যখন নাবালক ছিলেন তখন রাজ্যশাসনের ভার ছিল তাঁর দূর সম্পর্কের চাচা প্রিন্স ফ্রান্সিসের ওপর। এখন ভাতিজা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ওঠার পরও কিন্তু তাঁর মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন সদিচ্ছা দেখা যাচ্ছে না।

প্রিন্স ফ্রান্সিস সব সময় অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রী বজায় রেখে রাজকার্য পরিচালনা করেছেন। অবশ্য তিনি এ নীতির প্রবর্তন করেননি। বংশানুক্রমে স্পেনের রাজারা এ নীতি চালু রেখেছেন। এটাই স্বাভাবিক। কেননা, স্পেন ও অস্ট্রিয়ার সম্রাটরা মূলত একই আদিরাজবংশের উত্তরাধিকার। এ ছাড়াও কারণ আছে, তা হলো, দুটি দেশই বিশেষ এক শত্রুর ভয়ে সর্বদা ত্রস্ত-আতঙ্কিত। ফরাসি রাজাদের

সাম্রাজ্যবাদী নীতি ওই দুটি দেশের জন্যে চিরকালই ভয়ের কারণ।

যা হোক, ফ্রান্সের রাজা দোর্দণ্ডপ্রতাপ চতুর্দশ লুই এবার কিন্তু স্পেনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলাবার চমৎকার এক সুযোগ পেয়ে গেছেন। সিংহাসনের ন্যায্য দাবীদার সাবালকত্ব লাভ করার পরও ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। যে লোকটি রাজদণ্ড আঁকড়ে ধরে আছে, সিংহাসনের ওপর তার কোনই দাবি নেই। অথচ রাজা ফিলিপ অসহায়। শক্তিশালী, কঠোর শাসক ফ্রান্সিসের বিরুদ্ধে তিনি বা তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা কেউই টুঁ শব্দটি করতে পারছেন না।

চতুর্দশ লুই এমুহূর্তে ইউরোপের সবচাইতে শক্তিশালী শাসক। তিনি প্রথমে এক চরমপত্র পাঠালেন ফ্রান্সিসের কাছে। ওতে লেখা ছিল:

'রাজা ফিলিপ এখন সাবালক। আমরা তাঁর হাতে রাজদণ্ড দেখতে চাই।'

ফ্রান্সিস তাঁর কথায় কান দিলেন না। তিনি সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে চললেন এবং ইংল্যান্ড, হল্যান্ড এসব দেশের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা চালাতে লাগলেন–বিপদকালে যাতে সাহায্য পেতে পারেন।

এসব খবর কিন্তু চাপা রইল না।

ফ্রান্স রাজদরবার জেনে গেল ফ্রান্সিসের এ সমস্ত কীর্তি-কলাপের কথা। চতুর্দশ লুই খেপে গেলেন। তিনি ঠিক করলেন, এই বেহায়া লোকটিকে আর সুযোগ দেবেন না।

দ্বিতীয়বার আর চরমপত্র পাঠালেন না তিনি, পিরেনীজ পর্বতের ওপর দিয়ে সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। নিজের ভাতিজা অর্থাৎ প্রখ্যাত সেনাপতি ডিউক অর্লিয়াঁর ওপর দায়িত্ব দিলেন সে সেনাবাহিনীর।

স্পেনের ন্যায্য উত্তরাধিকার রাজা ফিলিপ এখন কোথায়?

তিনি রাজধানী মাদ্রিদেই আছেন। রাজপ্রাসাদে বাস করছেন। সোনার খাঁচায় বন্দী পাখিটি যেন। প্রাসাদের ভেতর তিনিই সর্বেসর্বা। কিন্তু বাইরে আসার তাঁর স্বাধীনতা নেই। কাউকে কোন হুকুমও দিতে পারেন না।

ফ্রান্সিস মহা ধুরন্ধর লোক। ফিলিপের সম্মান তিনি ক্ষুণ্ন করেননি। কেবল প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে রাজা ফিলিপ রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন–রাজ্যশাসনের ক্ষমতা তাঁর নেই। শারীরিক নয়, মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন রাজা, বাইরে থেকে দেখে বোঝা না গেলেও মানসিকভাবে ভয়ানক অসুস্থ তিনি। রাজ্যশাসনের ভার পড়লে শীঘ্রিই বদ্ধ উন্মাদে পরিণত হবেন।

শুধুমাত্র রাজার স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই না এতবড় গুরুদায়িত্ব পালন করে যেতে বাধ্য হচ্ছেন চাচা ফ্রান্সিস! তা নাহলে এসব ঝামেলার কাজে কেউ সেধে নিজেকে জড়ায়?

রাজা আছেন রাজপ্রাসাদে আর রাজপ্রতিনিধি, অর্থাৎ ফ্রান্সিস আছেন রাজধানীর অদূরে–তাঁবু ফেলে। রাজার ওপর নজর তো রাখছেনই, তৈরি রয়েছেন বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে। ফরাসি দূত প্রথম চরমপত্র দিয়ে যাওয়ার পর থেকেই ঘাঁটি গেড়েছেন ওখানে।

সমস্ত অনুগত দুর্গপ্রধান ও সমরনায়কদের সঙ্গে এখানে বসে যোগাযোগ রক্ষা করছেন তিনি। স্বৈরাচারী শাসকের আশপাশে বদ লোকেরা হীন স্বার্থে ভিড়

জমায়। এ ধরনের লোকেরাই এই ক্ষমতালোভী রাজপ্রতিনিধিটিকে হাওয়া দিয়ে যাচ্ছে। যাদের কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছেন ফ্রান্সিস, তাদেরকে উদার হাতে লুটপাটেরও ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।

সার্ভেরোর দুর্গপ্রধান ম্যাজেন্টো গুইশাম্পো এমনি এক সুবিধাবাদী দেশদ্রোহী। ফ্রান্সিস কিন্তু আলমাঞ্জার দুর্গস্বামী হোসে ফার্ডিনান্ডকে কব্জা করতে পারেননি। তাঁর দূতকে ফার্ডিনান্ড সদুপদেশ দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, ফ্রান্সিসের কাছে যেটা ভাল লাগেনি।

ফার্ডিনান্ড বলেছিলেন, 'তোমার প্রভুকে গিয়ে বলবে তিনি কোন বিবেকসম্পন্ন মানুষের নৈতিক সমর্থন আশা করতে পারেন না। রাজা এখন আর ছোটটি নন। তাঁর হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে ওঁকে এখন মন্ত্রী হতে বলো, কিংবা নিজের যে সাতটা জমিদারি আছে তার কোনটিতে গিয়ে বাকি জীবনটা নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিতে বলো। গোটা ইউরোপ তাহলে তাঁকে সম্মান করবে।'

তারপর থেকেই রিজেন্ট ফ্রান্সিস দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ, সুযোগ পাওয়া মাত্র আলমাঞ্জাকে ধ্বংস করে ফাঁসিতে চড়াবেন হোসে ফার্ডিনান্ডকে। সুযোগ তিনি পাবেনই, জানেন ফ্রান্সিস। চতুর্দশ লুই জেদী লোক, তিনি সৈন্য পাঠাবেন ধরে নেয়া যায়। আর ঠিক তখনই হানাদার বাহিনীর দোসর হিসেবে চিহ্নিত করে কোনভাবে ফাঁসিয়ে দেয়া যাবে ফার্ডিনান্ডকে।

এরকম যখন পরিস্থিতি তখন তেলে বেগুন ছাড়ল একটা চিঠি। সার্ভেরোর দুর্গস্বামী ওটা নিয়ে এসেছেন। চিঠির খামে ডিউক দ্য অর্লিয়াঁর সীলমোহর।

বিশ্বাসঘাতক হোসে ফার্ডিনান্ড এবার যাবে কোথায়?

চিঠিটা খুলে এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললেন রিজেন্ট। ওতে লেখা:

'আলমাঞ্জার মাননীয় দুর্গপ্রধান, সিনর ব্যারন ফার্ডিনান্ড, আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, স্পেনের মহামান্য রাজা ফিলিপকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছেন পিরেনীজের এপারে। রাজা ফিলিপের অনুগত ব্যারন ও সৈন্যদের এ মুহূর্তে কর্তব্য, সেই সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সিংহাসন ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারীকে ফিরিয়ে দেয়া। আপনি আমার শিবিরে পরামর্শের জন্যে কবে আসছেন আমার দূত মারফত জানিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।'

চিঠির নিচে ফরাসি ভাষায় বড় বড় হরফে নাম স্বাক্ষর করা হয়েছে–ফিলিপ দ্য অর্লিয়াঁ, বুভোঁয়া শিবির।

চিঠি যতক্ষণ পড়লেন আনন্দ ও দুশ্চিন্তার মিশ্র অনুভূতি খেলা করে গেল রিজেন্টের মুখের চেহারায়।

আনন্দ এই জন্যে, হোসে ফার্ডিনান্ডকে ফাঁসানোর সুবর্ণ সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে হাতে এসে গেছে। আর দুশ্চিন্তা কেন? তার গুরুতর কারণ আছে। শুধু হোসে ফার্ডিনান্ডকেই নয়, স্পেন দেশের আরও কয়েকশো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছে নিশ্চয়ই চিঠি লিখেছেন অর্লিয়াঁ।

মাত্র একটা চিঠি হাতে এসেছে। তারমানে একটা শত্রুকে চেনা গেল। অবশ্য ফার্ডিনান্ডকে তিনি অনেক আগেই শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে রেখেছেন। লোকটা

আগাগোড়াই বেঈমান। অন্য কারও কাছে পাঠানো অর্লিয়াঁর চিঠি হাতাতে পারলে নতুন খবর জানা যেত। যাকগে, কি আর করা।

'এ চিঠি তুমি পেলে কিভাবে?' ম্যাজেন্টোকে প্রশ্ন করলেন তিনি।

ম্যাজেন্টো তেমন বলিয়ে কইয়ে মানুষ নন। ভদ্রলোক একে তো তোতলা, তার ওপর একই কথা বারবার বলার বদভ্যাসও আছে। কাজেই তিনি যতটুকু জানেন তা সংক্ষেপে বলতে গেলে এরকম দাঁড়ায়:

মেষপালকদেরকে বিস্কে উপকূলের টেলিগ্রাফ বলা যায়। এক জায়গার ঘটনা তাদের মুখে মুখে পৌঁছে যায় কয়েকশো মাইল দূরে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্যি।

যাক সে কথা, একদল মেষপালক ট্রিটন হিলে কোয়ামোদোর বন্ধু ফেলিক্সের লাশ আবিষ্কার করে। মৃতদেহটা তারা কর্তব্যের খাতিরে পৌঁছে দেয় হোসে ফার্ডিনান্ডের দুর্গে। কেননা, এসব অঞ্চলে জমিদাররাই সর্বেসর্বা। তাঁরাই শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখেন, বিচার-আচারও বসান। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করাটাই তাদের দায়িত্ব। অবশ্য সবক্ষেত্রেই যে এমনটি হয় তা বলার জো নেই। অনেকসময় শিষ্টের দমন, দুষ্টের পালনও দেখা যায় আরকি।

ওকথা থাক। ঘটনা যা ঘটেছিল তা এরকম: ট্রিটন হিল থেকে আলমাঞ্জায় লাশ পৌঁছে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি মেষপালকরা। বরঞ্চ ওদের পাঁচ-সাত মাইলের মধ্যে যত মেষপালক ভাই আছে তাদের কানে খবরটা পৌঁছে দিল ওরা। তারা আবার মুখে মুখে জানিয়ে দিল অন্যান্যদেরকে। এভাবে বেলা এগারোটা নাগাদ সার্ভেরোতে খবর পৌঁছে গেল। তিনি নিজস্ব রাখালদের মুখে জানতে পারলেন, তাঁর বেয়াড়া পুত্র কোয়ামোদোর দস্যি ধরনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ফেলিক্স মুশমার অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে মারা পড়েছে। এবং তার লাশ এখন রয়েছে আলমাঞ্জা দুর্গে

ম্যাজেন্টো বিচলিত বোধ করলেন। আর করবেন না-ই বা কেন? ফেলিক্স আর কোয়ামোদো বাল্য বন্ধু। যাকে বলে মানিকজোড়। একজন যেখানে থাকবে অপরজনও সেখানে না থেকে পারে না। ছোটবেলায় ও দু'জনকে চাবকেও আলাদা করা সম্ভব হয়নি। কালও দুটোকে দেখা গেছে সার্ভেরোর ভোজঘরে বসে ঝলসানো শূকরের মাংস চিবোচ্ছে আর কি সব গোপনীয় শলা-পরামর্শ করছে।

এখন ম্যাজেন্টো যদি ধরে নেন, ফেলিক্স যেহেতু পরপারে গেছে তাঁর পুত্ররত্নটিও তার সঙ্গী হয়েছে, তবে কি তাঁকে দোষ দেয়া যায়? আলমাঞ্জায় অবশ্য কেবল ফেলিক্সের লাশই পৌঁছে দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাই বলে নিশ্চিত হন কি করে যে কোয়ামোদো মারা পড়েনি? কোন পাথর-টাথরের আড়ালে হয়তো লাশ পড়ে আছে।

ম্যাজেন্টো এক্ষেত্রে পিতার কর্তব্য পালন করলেন। তিনি যথাসম্ভব দ্রুত একদল সৈন্য নিয়ে তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। যত দোষই থাকুক, হাজার হলেও নিজেরই সন্তান তো। সন্তানের সম্ভাব্য বিপদের কথা শুনলে কোন পিতা উতলা না হয়ে পারেন? বড় ছেলে জ্যাভেদোর ওপর দুর্গরক্ষার ভার দিয়ে তিনি পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। এদের মধ্যে কিছু সশস্ত্র

সৈনিকও ছিল।

ওদিকে কোয়ামোদো তখন মহাবিপদের মুখোমুখি। একদল অশ্বারোহী তাড়া করছে পেছন থেকে। ঘোড়ার খুরের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এরা আলমাঞ্জার লোকই হবে।

কোয়ামোদোরা একে পায়ে হেঁটে চলেছে তায় আবার ভার বইছে এক অর্ধসচেতন নারীর। অর্ধসচেতন, কেননা একটু-একটু করে জ্ঞান ফিরে আসছে কর্নেলিয়ার।

কোট দিয়ে তৈরি খাটিয়ায় শুইয়ে বহন করা হচ্ছে মেয়েটিকে। এতক্ষণ সে নিস্পন্দ ছিল, কিন্তু এখন ঘন-ঘন নড়াচড়া করছে আর অস্ফুট শব্দ করছে মুখ দিয়ে। হঠাৎ করে আর্তচিৎকার দিয়ে উঠলে বিপদ বাড়বে, বলা যায় না, পেছন থেকে শত্রুরা গুলিও চালিয়ে বসতে পারে।

একটা সময় কিন্তু গুলি চলতে শুরু করল। হোসে ফার্ডিনান্ড ঠিকই অনুমান করেছেন মেয়ে রয়েছে ওই অগ্রগামী পলায়নপর দস্যুদলটির সঙ্গে, যদিও ওরা তখনও নাগালের বাইরে।

'গুলি চালাও,' দূরত্ব কমতে আদেশ দিলেন উনি।

কেউ একজন আপত্তি তোলার চেষ্টা করল।

'ব্যারন, গুলি যদি সিনোরিটার গায়ে লাগে?'

কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটল আলমাঞ্জার দুর্গস্বামীর।

'লাগলে লাগবে, কোয়ামোদোর স্ত্রী হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।'

এরপর আর কথা চলে না।

গুলির জবাব কোয়ামোদোরাও দিচ্ছে। কিন্তু লড়াইটা অসম, ওরা জিতবে কিভাবে? শত্রুপক্ষ একে সংখ্যায় বেশি তায় আবার ঘোড়া দাবড়াচ্ছে। ইতোমধ্যে কোয়ামোদোর লোকজন হতাহত হতে শুরু করেছে। এভাবে আর কতক্ষণ টিকে থাকতে পারবে ওরা?

কিন্তু এই চরম বিপদের মুহূর্তে হঠাৎই আশার আলো দেখতে পেল কোয়ামোদোরা। ধুলো উড়ছে সার্ভেরোর দিক থেকে। তাপতরঙ্গে মিশে রোদেলা আকাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে বালির ঝাপটা।

তারমানে সাহায্য? হ্যাঁ, সাহায্য আসছে সার্ভেরো থেকে।

মনে হচ্ছে বড়সড় সেনাবাহিনী। এইবার বুঝবে মজা আলমাঞ্জার শয়তানগুলো। ধুলোয় মিশে যাবে ওদের অল্প কজন লোক। কর্নেলিয়াকে এ যাত্রা বোধহয় হাতছাড়া করতে হলো না। আর তাছাড়া সে সাগেরোতেও আর থাকছে না। অ্যাভার্নের চূড়ায় যে ফরাসিটা আহত হয়ে পড়ে আছে তার জামার পকেট থেকে অর্তিগার লেখা চিঠিখানা হাত করেছে না কোয়ামোদো? ওটা নিয়ে, কর্নেলিয়াসহ সে সোজা চলে যাবে রিজেন্ট ফ্রান্সিসের কাছে। ফ্রান্সিস কৃতজ্ঞতাবশত নিশ্চয়ই কর্নেলিয়ার বাবার দুর্গ ও জমিদারিটা ওকে দান করবেন। তখন কর্নেলিয়াকে বিয়ে করে ও সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারবে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর।

ঠিক সে মুহূর্তে আলমাঞ্জার লোকেরা আবার গুলি চালিয়েছে। এবং সেটা

লেগেছে-কোয়ামোদোর মাথায়।

কোয়ামোদোর ছুটন্ত দেহটা ম্যাজেন্টোর চোখের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মাটিতে। গুলি খাওয়ার পরমুহূর্তে প্রাণপাখি উড়ে গেছে তার।

কিন্তু ম্যাজেন্টো যোদ্ধা মানুষ। মুহূর্তের মধ্যে ধাক্কাটা সামলে নিলেন। ছেলের দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করেই আক্রমণ করলেন জাতশত্রু হোসে ফার্ডিনান্ডকে।

এবারও অসম লড়াই। পঞ্চাশজনের বিরুদ্ধে পনেরোজন পারে কি করে? পিছু হটতে বাধ্য হলেন হোসে ফার্ডিনান্ড। কন্যার অর্ধসচেতন দেহ দেখতে পাচ্ছেন, অথচ করার কিছু নেই। অগত্যা ঘোড়া ছোটালেন তিনি আলমাঞ্জার উদ্দেশে। বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস কেবল বেরিয়ে এল তাঁর, পারলেন না তিনি। এত কাছে এসেও উদ্ধার করতে পারলেন না একমাত্র সন্তানকে।

হোসে ফার্ডিনান্ড ফিরে যাচ্ছেন, মনে হলো 'বাবা' বলে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল কর্নেলিয়া। ঠিক নাকি ভুল শুনলেন কে জানে। সে মুহূর্তে, আল্লার কাছে সহ্য করবার শক্তি কামনা করলেন নিরুপায় পিতা।

ওদিকে, পুত্রের মৃতদেহের পাশে এসে বসেছেন ম্যাজেন্টো, উদ্দেশ্য, পকেট হাতড়ে দেখবেন। মূল্যবান কোন কিছু থেকে থাকতে পারে।

ভাগ্যিস বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল তাঁর। নইলে ডিউক অর্লিয়াঁর গুরুত্বপূর্ণ চিঠিটা তিনি পেতেন কিভাবে?

রিজেন্ট ফ্রান্সিসের কাছে সে চিঠিটা নিয়ে এসেছেন ম্যাজেন্টো।

দুই প্রাণের দোস্ত ফেলিক্স আর কোয়ামোদো মারা পড়েছে, সাভানা অর্ধমৃত, কর্নেলিয়া শত্রুপক্ষের হাতে।

কিন্তু এতসবের পরেও রয়ে গেছে চিঠিখানা। যদিও এটা এসে পড়েছে অবাঞ্ছিত হাতে।

পাঁচ

রিজেন্ট ফ্রান্সিস বিপদ সঙ্কেতটা ঠিকই টের পেলেন। অর্লিয়াঁ স্পেনের বীর যোদ্ধা ও জমিদারদের আকর্ষণ করতে চাইছে ফিলিপের দিকে, ফিলিপকে সমর্থন করার উছিলায় হানাদার ফরাসি সেনাবাহিনীকে সাহায্য করতে বলছে।

কিন্তু স্পেনের অদূরদর্শী সন্তানরা সেটা বুঝবে কি? তারা রাজভক্ত জাতি। রাজার জন্যে মরতে দ্বিধা করবে না। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে তিলক পরিয়ে দেবে অর্লিয়াঁর কপালে। চতুর্দশ লুইয়ের পদতলে চলে যাবে স্পেন।

'পিরেনীজ আর থাকবে না,' যুদ্ধযাত্রার শুরুতে গর্ব করে বলেছিলেন ডিউক অর্লিয়াঁ। তার মানে কি স্পেন ও ফ্রান্স এক হয়ে যাবে? দুটোর মাঝে সীমানা বলে কিছু থাকবে না?

তা যদি না থাকে তাহলে খুব সহজেই বলে দেয়া যায়, দেশটির রাজা ফিলিপ হবেন না–হবেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ চতুর্দশ লুই।

কাজেই, অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে অর্লিয়াঁর চক্রান্ত। ও নিশ্চয়ই এমন অসংখ্য চিঠি ছেড়েছে। তারমধ্যে মাত্র একটা ধরা পড়েছে। সেজন্যে ম্যাজেন্টো

গুইশাম্পোকে বাহবা দিতেই হয়। বেচারার ছোট ছেলেটা মারা পড়েছে। ফরাসি দূতটাকে ধরতে গিয়ে সামনাসামনি লড়তে হয়েছে তাকে। তাতেই মারা গেছে বীর ছেলেটি।

এই বীর যুবকের স্মৃতি অমর করে রাখার ব্যবস্থা করবেন ফ্রান্সিস। ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ওর আত্মত্যাগের কথা। শুধু কি তাই? বীর সন্তানের শোকার্ত পিতাকে তিনি যথোপযুক্ত পুরস্কার দেবেন। যাতে এই গুইশাম্পোদের দেখে অন্যান্যরাও রিজেন্টভক্ত হতে শেখে।

ম্যাজেন্টোকে তখনই পুরস্কৃত করা হলো। রাজসৈন্যের কর্নেল পদে নিয়োগ পেলেন তিনি। তাঁর ওপর বিশেষ এক দায়িত্ব অর্পণ করা হলো। আলমাঞ্জা দুর্গ দখল করে, হোসে ফার্ডিনান্ডকে বন্দী করে আনতে হবে ফ্রান্সিসের সামনে।

'একাজে দশ হাজার সৈন্য নিতে পারেন আপনি,' আদেশ দিলেন ফ্রান্সিস। 'প্রয়োজন পড়লে আরও পাবেন।'

'গোটা দশেক কামান চাই,' আবেদন জানালেন ম্যাজেন্টো। 'জানেনই তো, আলমাঞ্জা বড় দুর্গম দুর্গ।'

'কামান নিতে চান নিন, কিন্তু একান্ত বাধ্য না হলে ব্যবহার করতে পারবেন না। যে কোন দুর্গম দুর্গ দেশের সম্পদ। সেটাকে ধ্বংস করে দিলে দুর্গস্বামীর যতটা না ক্ষতি হয়, তার চাইতে অনেক বেশি ক্ষতি হয় দেশের।'

ক্ষমতালোভী হলেও রাজনীতি জ্ঞান কারও চাইতে কম নয় ফ্রান্সিসের, দেশের কথা ভাবেন তিনিও।

সুতরাং ম্যাজেন্টো গুইশাম্পো তাঁর সেনাবাহিনী ও দশটা কামানসহ রওনা হলেন আলমাঞ্জার উদ্দেশে। খুব উৎফুল্ল মেজাজে রয়েছেন তিনি। যুদ্ধে রিজেন্ট ফ্রান্সিসের জয় অনিবার্য বলে ধারণা তাঁর। স্পেন দুর্বল রাষ্ট্র নয়। এমনকি ফ্রান্সের অমিতবিক্রম রাজা চতুর্দশ লুইয়ের পক্ষেও এত সহজে স্পেন জয় করে নেয়া সম্ভব নয়।

রিজেন্ট জয়ী হবেনই, তিনি সিংহাসনে বসতে পারুন আর না-ই পারুন। সিংহাসন না পেলেও রিজেন্টের পদ থাকবে তাঁর, এবং থাকবে বিশ্বস্ত অনুসারীদের পুরস্কৃত করার ক্ষমতাও। তখন কি তিনি আলমাঞ্জা দুর্গ ও সংলগ্ন জমিদারি ম্যাজেন্টোকে না দিয়ে পারবেন?

কল্পনার রাজ্যে ভেসে বেড়াচ্ছেন ম্যাজেন্টো। সার্ভেরোর সঙ্গে আলমাঞ্জা যুক্ত হলে দু'দিন বাদে কাউন্ট পদবী, চাই কি ডিউক পদবীর দাবি জানাতে পারবেন তিনি।

কর্নেল গুইশাম্পো যখন দ্রুতবেগে আলমাঞ্জার উদ্দেশে ছুটছেন, হোসে ফার্ডিনান্ড তখন নিদারুণভাবে বিপর্যস্ত। পারিবারিক, রাজনৈতিক, রণনৈতিক সব দিক দিয়ে। তাঁর একমাত্র সন্তান, আলমাঞ্জার উত্তরাধিকারিণী অপহৃতা। তাঁরই কেল্লার ভেতর থেকে সবার অজান্তে শত্রুরা তাকে ধরে নিয়ে গেল। তারপর ছুটেও গেলেন তিনি মেয়েকে উদ্ধার করে আনতে। সফলকামও প্রায় হয়ে গেছিলেন, অল্পের জন্যে পিছু হটে আসতে বাধ্য হলেন। এ যে কী কষ্ট তা একমাত্র অসহায় পিতাই উপলব্ধি করতে পারেন।

ম্যাজেন্টো গুইশাম্পোর সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব কোনদিনই ছিল না। দুটো প্রতিবেশী দুর্গের জমিদারদের মধ্যে তা থাকেও না কখনও। কিন্তু তাই বলে শত্রুতা ছিল এমনও নয়, সার্ভেরো থেকে যে এমন অপ্রত্যাশিত আক্রমণ আসবে তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। অথচ ঘটনাটা ঘটল তো।

কোয়ামোদো গুইশাম্পোর দলবলের পরাজয় যখন সুনিশ্চিত তখন সদলবলে তার সাহায্যে এগিয়ে এলেন ম্যাজেন্টো গুইশাম্পো। কাজেই ফার্ডিনান্ডের আর বুঝতে বাকি নেই কোয়ামোদোকে এতবড় দুঃসাহস দেখাতে কে ইন্ধন যুগিয়েছিলেন। বাপের প্ররোচনা না পেলে কোয়ামোদোর সাহস হত না বাঘের খাঁচা থেকে কর্নেলিয়াকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

কিন্তু এরা বোধহয় জানে না, এক মাঘে শীত যায় না। প্রতিশোধ নেবেন ফার্ডিনান্ড। কঠোর প্রতিশোধ।

অতর্কিত আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করছেন ফার্ডিনান্ড। সার্ভেরো দুর্গটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবেন।

ফার্ডিনান্ড এসব সাত-পাঁচ ভাবছেন এসময় অগাস্টার আগমন।

'ফরাসি সৈনিকটি তোমার সাথে কথা বলতে চায়,' বললেন স্বামীকে।

খানিকটা বিস্মিত হলেন হোসে ফার্ডিনান্ড।

'ও, সে বেঁচে উঠেছে তারমানে? যে রক্ত গেছে, আমি তো ভেবেছিলাম মরেই যাবে। আঘাত তেমন গুরুতর নয়, কিন্তু দশ-বারো ঘণ্টা অজ্ঞান পড়ে থাকাটাও তো স্বাভাবিক ব্যাপার নয়।'

শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন অগাস্টা।

'আঘাতটা হয়তো শরীরের চাইতে মনে বেশি লেগেছে।'

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ফার্ডিনান্ড।

'মনের ওপর? মানে?'

'শত চেষ্টা করেও কর্নেলিয়াকে রক্ষা করতে পারেনি যে। যোদ্ধাপুরুষ সে। অসহায় নারীকে রক্ষা করতে না পারলে কেমন লাগতে পারে সেটা আমার চেয়ে তোমারই ভাল জানার কথা। কেননা, তুমিও তো একই ধাতে গড়া, এবং তুমিও মেয়েকে উদ্ধার করে আনতে ব্যর্থ হয়েছ। তার ওপর গুলি খেয়ে ওই পরিমাণ রক্তক্ষরণ হলে কী দশা হত, নিজেই ভেবে দেখো।'

'থাক সে কথা,' বললেন হোসে ফার্ডিনান্ড। 'ও যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে এটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ওর মুখ থেকে জানা দরকার ও কর্নেলিয়ার ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ল কিভাবে। আর কর্নেলিয়াকে রক্ষা করতে না পারলেও আমাদের কাছে সে কৃতজ্ঞতা আশা করতেই পারে। ও তো জীবন বাজিই রেখেছিল কর্নেলিয়াকে বাঁচাতে।'

স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গের অতিথিমহলে প্রবেশ করলেন হোসে ফার্ডিনান্ড। সেনা ব্যারাক পেরিয়ে অন্দরের দিকে যেতে বাঁ পাশে ছোট-বড় এক সার কামরা। সব কটাই সাজানো-গোছানো। এমনি এক ছোট ঘরে সাভানাকে রাখা হয়েছে।

ছোট ঘর দেয়ার কারণ একটাই—গরম রাখা সহজ। বড় ঘরে জানালা বেশি, ফলে বিস্কে উপকূলের রাশি-রাশি বালি ঘরে ঢোকেও বেশি। তার ওপর ঝড়-

ঝাপ্টা তো লেগেই আছে।

এঘরে একটা বড় খাট, ছোট একটা টেবিল ও দুটো মাত্র চেয়ার। আসবাব বলতে আর কিছু নেই।

সাভানার চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি, চেহারা উস্কখুস্ক। ওকে দেখে মনে হলো ফার্ডিনান্ডের, বেচারা পরিস্থিতি আঁচ করে উঠতে পারছে না।

'আপনি এ দুর্গের মালিক? আপনি ব্যারন হোসে ফার্ডিনান্ড? আমি আপনার কাছেই আসছিলাম। ডিউক অর্লিয়াঁ আমাকে পাঠিয়েছিলেন।'

কথা কটা বলেই ওপর দিকে চেয়ে রইল সাভানা। বিস্মৃত প্রায় কোন ঘটনা বুঝি মনে করার চেষ্টা করছে।

'কেন যে পাঠিয়েছিলেন মনে করতে পারছি না,' বলল ধীরে-ধীরে। 'আপনি জানেন?' পরক্ষণে নিজেই বলল, 'আপনি জানবেন কি করে? আমারই তো মনে পড়ছে না। তবে খুব সম্ভব একটা চিঠি। হ্যাঁ, চিঠি। আপনাকেই পাঠিয়েছিলেন ডিউক। কি লেখা ছিল আমি জানতাম। কিন্তু কোয়ামোদো আছে না–আপনার মেয়েই আমাকে অ্যাভার্ননের মাথায় ওকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন–সে চিঠিটা আমার পকেট থেকে বের করে নিয়েছে। আমি সবই টের পেয়েছি, তখনও জ্ঞান ছিল আমার।'

সাভানার কথা-বার্তা অসংলগ্ন, বলতে বলতে মাঝে মাঝেই জড়িয়ে যাচ্ছে। হোসে ফার্ডিনান্ড পুরো দেড়টি ঘণ্টা ধৈর্য ধরে বসে রইলেন।

সব কথা শোনার পর রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। টকটকে লাল বর্ণ ধারণ করেছে তাঁর চোখজোড়া, দৃষ্টি সাভানার মতই উদ্‌ভ্রান্ত।

সাভানার দীর্ঘ বক্তব্য থেকে সার কথা তিনি যা বের করতে পেরেছেন তা রীতিমত আতঙ্কজনক।

এটা স্পষ্ট, ডিউক অর্লিয়াঁ স্পেনে প্রবেশ করার পর কয়েকজন বাছাই করা দুর্গপতি ও রণনায়কের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। ফরাসি সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার আমন্ত্রণ জানিয়ে।

ফরাসিবাহিনী এদেশে এসেছে রাজাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে। প্রতিটি রাজভক্ত স্প্যানিয়ার্ড ভদ্রলোকের উচিত তাদেরকে একাজে সাহায্য করা।

ফরাসি গুপ্তচরদের মুখ থেকে যে কয়েকজন গণ্যমান্য দেশপ্রেমিকের নাম জানতে পেরেছিলেন অর্লিয়াঁ, তাঁদের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। বলাবহুল্য, এঁদের মধ্যে প্রথমেই আছে হোসে ফার্ডিনান্ডের নাম।

ডিউক অর্লিয়াঁর পাঠানো সেই চিঠিটি খোয়া গেছে। ওই বদমাশ কোয়ামোদো চিঠিটা লুটে নিয়ে গেছে–এ পর্যন্ত জানা গেছে সাভানার মুখ থেকে।

তারপর?

তারপরের ঘটনা অনুমান করে নিতে হবে।

হোসে ফার্ডিনান্ডের গুলিতে মারা পড়েছে কোয়ামোদো, এ ঘটনা অবশ্য স্বচক্ষে দেখেছেন হোসে ফার্ডিনান্ড। পলায়নপর দলটিকে ধাওয়া করে মেয়েকে উদ্ধার করে আনতে চেষ্টা করেছিলেন তিনি। কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হন সার্ভেরো দুর্গের সেনাবাহিনীর আকস্মিক আবির্ভাবে। অগত্যা পিছু হটে আসতে হয় তাঁকে। নইলে

বন্দী হতে পারতেন কিংবা মারা পড়াটাও অস্বাভাবিক ছিল না।

ম্যাজেন্টো নিজের দুর্গে নিয়ে যান বন্দিনী কর্নেলিয়াকে। নিজ পুত্রের মৃতদেহও নিশ্চয়ই ফেলে রেখে যাননি। আর তার জামার পকেট হাতড়াতেও ভোলেননি।

তারপরের ঘটনা কি আর বলে দিতে হয়? চিঠি নিয়ে সোজা রিজেন্ট ফ্রান্সিসের কাছে চলে যাবেন ম্যাজেন্টো এত সহজে প্রিয়পাত্র হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করে কোন্ বোকা?

স্পেনের গোটা সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব এখন রিজেন্টের হাতে। ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে দীর্ঘদিন সমানে সমানে যুঝে যেতে পারবেন তিনি। ইতোমধ্যে হোসে ফার্ডিনান্ডের ওপর নিশ্চয়ই চরম প্রতিশোধ নিতে চাইবেন রিজেন্ট। তাঁকে উসকানি দেয়ার জন্যে ম্যাজেন্টো গুইশাম্পো তো আছেনই।

মনে মনে প্রমাদ গুণলেন হোসে ফার্ডিনান্ড। ডিউক অর্লিয়াঁ এখনও বহু দূরে, কিন্তু রিজেন্ট ফ্রান্সিস খুব কাছে।

এই যখন অবস্থা তখন কন্যার অপহরণের শোক বুকের গভীরে চাপা দিয়ে রাখলেন ফার্ডিনান্ড। এখন হা-হুতাশ করার সময় নয়, আত্মরক্ষার সময়। কেননা, ডিউক অর্লিয়াঁর চিঠি হাতে পাওয়ার পর যে কোন মুহূর্তে আলমাঞ্জা অবরোধ করতে সেনাদল পাঠাতে পারেন রিজেন্ট। কে জানে, এমুহূর্তে হয়তো তাঁর দুর্গের উদ্দেশেই দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে সেনাবাহিনী।

হোসে ফার্ডিনান্ডের সৈন্যসংখ্যা মাত্র দু'হাজার। এরমধ্যে দুর্গে স্থায়ীভাবে থাকে এক হাজার। বাকি এক হাজার বাস করে যার যার বাসায়। দুর্গ থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে। বিপৎকালে দুর্গের চূড়ায় আগুন জ্বেলে দেয়া হয়। গৃহস্থ সৈনিকরা ঘরে বসেই দেখতে পায় সে আগুন। মুহূর্তে যার যার হাতিয়ার নিয়ে ছুটে আসে আলমাঞ্জার পতাকাতলে জড় হতে।

দু'হাজার সৈন্য স্বাভাবিক অবস্থায় অবশ্য কম নয়। আশপাশের দুর্গস্বামীদের দাবিয়ে রাখতে যথেষ্ট। কেননা, ওদের কারও পাঁচশোর বেশি সৈন্য থাকে না।

কিন্তু এখনকার কথা সম্পূর্ণ আলাদা। সার্ভেরোর বিরুদ্ধে তো নয়, লড়তে হবে স্পেনের রাজশক্তির বিরুদ্ধে। প্রয়োজনে যারা লক্ষাধিক সৈন্য পাঠিয়ে দিতে পারে আলমাঞ্জার বিপক্ষে।

কাজেই হোসে ফার্ডিনান্ডের কালক্ষেপণের সুযোগ নেই। তিনি নিশ্চিত, অবরোধ ও আক্রমণ আসছে। প্রস্তুত হতে ল্যাগলেন ফার্ডিনান্ড। দুর্গশীর্ষে আগুন জ্বলল প্রতি রাতে। দুর্গের গোলায় মজুদ হতে লাগল হাজার হাজার বস্তা গম।

খবর পৌঁছে গেছে, রিজেন্টের সেনাবাহিনী রওনা হয়ে গেছে। অর্ধেক পথ ইতোমধ্যে তারা পাড়িও দিয়ে ফেলেছে।

কে নেতৃত্ব দিচ্ছে দলটির?

এ খবরটি পৌঁছল এক দিন বাদে। নামটা শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন হোসে ফার্ডিনান্ড। অধিনায়ক আর কেউ নন, কর্নেল ম্যাজেন্টো গুইশাম্পো–ব্যারন দ্য সার্ভেরো। যা ভেবেছিলেন তাই।

অর্লিয়াঁর চিঠিটা কিন্তু অঘটন ঘটন পটীয়সী, মনে মনে বললেন হোসে

ফার্ডিনান্ড।

চিঠি সাভানার কাছে ছিল, সে হলো গুরুতর আহত। কোয়ামোদো চিঠি হাত করল, সে পড়ল মারা। ম্যাজেন্টো চিঠি হাতিয়ে ফল পেলেন বিপরীতমুখী। রাতারাতি বনে গেলেন কর্নেল।

এখন চিঠি গেছে রিজেন্টের কাছে।

তিনি ও থেকে কি ধরনের ফল পাবেন? ভাল না মন্দ? আরও উন্নতি করবেন, নাকি তলিয়ে যাবেন রসাতলে?

কি হয় দেখাই যাক না।

রিজেন্টের পরিণাম অনেকাংশে নির্ভর করবে হোসে ফার্ডিনান্ড ও তাঁর মত আরও অনেক দেশপ্রেমিক, রাজভক্তের প্রতিরোধক্ষমতার ওপরে।

ছয়

ওদিকে কর্নেলিয়া কেমন আছে?

সার্ভেরো ছোট দুর্গ। কিন্তু তাতেও আর সব দুর্গের মত একটা কয়েদখানা রয়েছে। কয়েদখানা থাকে বাহির মহলে, পুরুষ অপরাধীদের আটকে রাখার জন্যে। কোন অভিজাত বংশের নারীকে সেখানে ঘণ্টাখানেকের জন্যেও আটকে রাখার কথা ভাবতে পারেন না দুর্গপ্রধান।

ম্যাজেন্টো অচেতন কর্নেলিয়া ও নিহত কোয়ামোদোকে একসঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

তাঁর স্ত্রী ডেলভিনা, অর্থাৎ কোয়ামোদোর মা পুত্রশোকে কাতর। কর্নেলিয়ার দিকে নজরই দিলেন না তিনি। পুত্রের লাশ সামনে নিয়ে কেবলই আহাজারি করতে লাগলেন দুঃখিনী মা।

'ওরে আমার সোনামানিক, ওরে আমার বাপধন, তুই আমাকে ফেলে কোথায় চলে গেলি!'

এদিকে, ম্যাজেন্টোর হাতে সময় নেই। তিনি কর্নেলিয়ার দিকে স্ত্রীর দৃষ্টি ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন।

ডিউক অর্লিয়াঁর চিঠিটা তিনি কোয়ামোদোর লাশের পাশে বসেই পড়ে নিয়েছিলেন।

ম্যাজেন্টোর মাথায় তার পর থেকে কেবল একটি চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে।

স্পেন দেশটা কি তাহলে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে? আর যে পারছে সে এক একটা টুকরো দখল করে নিচ্ছে, এবং সেটা তার হয়ে যাচ্ছে?

এই লুটপাটের মেলায় ম্যাজেন্টো গরহাজির থাকবেন কেন? সামান্য গাফিলতি করলেই যেখানে তাঁকে ফাঁকিতে পড়তে হবে।

না, ফাঁকিতে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না। বড় ছেলে জ্যাভেদোকে ডাকলেন তিনি।

এল সে। সংক্ষেপে তাকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলেন ম্যাজেন্টো।

'তোমার ভাই গোয়ার্তুমি করতে গিয়ে মারা পড়েছে,' বললেন তিনি। 'ওর যে এরকম একটা কিছু হবে তা সবাই জানত। হাজারবার সাবধান করেছি, শোনেনি।

'যাকগে, যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। ও যা-ই করুক না কেন ও এই পরিবারের ছেলে। গির্জায় নিয়ে গিয়ে যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে ওকে কবর দিয়ো।

'আর এই যে মেয়েটিকে দেখছ এ হোসে ফার্ডিনান্ডের মেয়ে। আমাদের শত্রু, আলমাঞ্জা দুর্গের মালিক।

'আমাকে এখুনি রিজেন্টের সাথে দেখা করতে রওনা হতে হবে। আমার হাতে সময় বড় কম।

'তুমি ডাক্তার পিড্রুকে ডাকিয়ে এনে মেয়েটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করো।

'বুঝতেই পারছ, এই মেয়ে আমাদের হাতে থাকা মানে আলমাঞ্জার বিরুদ্ধে তুরুপের তাস হাতে থাকা। প্রয়োজনে দর কষাকষি করা যাবে।'

এরপর ম্যাজেন্টো সসৈন্যে হৈ-হৈ করতে করতে বেরিয়ে পড়েন।

ডেলভিনা তখনও ছেলের জন্যে আহাজারি করে চলেছেন।

মাকে বিরক্ত করল না জ্যাভেদো। ডেকে পাঠাল হাউজকীপার ফ্রাউ জেসমিনাকে।

ফ্রাউ জেসমিনার বয়স চল্লিশের মত। ভারিক্কি চাল-চলন। এবাড়িতে তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। গৃহস্থালী কাজের জন্যে সবাই তার ওপরই ভরসা করে থাকে।

জ্যাভেদো মহিলাকে নিয়ে গেল যেখানে কর্নেলিয়া একটা কম্বলের ওপরে অব্যক্ত যাতনায় গড়াগড়ি করছে। অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয় তার। এই চেতনা ফিরে পাচ্ছে তো এই আবার হারাচ্ছে।

'আল্লা, আমাকে বাঁচাও,' যখনই জ্ঞান ফিরছে আর্তস্বরে ককিয়ে উঠছে। রীতিমত শোকাবহ পরিবেশ।

ঠাণ্ডা মাথার মানুষ ওরা দু'জনেই, জেসমিনা এ অবস্থা দেখেও বিচলিত হলো না। সে একবার কেবল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল জ্যাভেদোর দিকে।

'এঁকে কি শুশ্রূষা করতে হবে?' এটুকুই জানতে চাইল শুধু।

'হ্যাঁ। সেবা-যত্ন দিয়ে সারিয়ে তুলতে হবে। সে সঙ্গে এটাও দেখতে হবে ইনি যেন বাইরে যেতে না পারেন বা বাইরের কোন লোক এঁর সঙ্গে দেখা করতে না পারে।'

'বেশ,' বলে বেরিয়ে গেল জেসমিনা।

একটু পরে দু'জন শক্তসমর্থ কাজের মেয়েকে নিয়ে ফিরে এল।

'এঁকে আড়াইতলায় তুলে নিয়ে যাও,' নির্দেশ দিল।

আড়াইতলায় দু'খানা খালি কামরা আছে।

যাওয়ার আগে জ্যাভেদোকে বলে গেল, 'ডাক্তার পিড্রুকে এখুনি ডাকানো দরকার।'

জ্যাভেদো মাথা নেড়ে সায় জানাল।

'ডাকতে পাঠিয়ে দিয়েছি,' বলল।

জেসমিনার ওপর কর্নেলিয়ার দায়িত্ব সঁপে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ও। মার ওপর যতখানি পারে না, তার চাইতে বেশি আস্থা রাখে সে জেসমিনার ওপরে। মা সহজেই ভেঙে পড়েন, কিন্তু ওদের এই হাউজকীপারটি নয়।

যাক, কর্নেলিয়ার ঝামেলাটা গেল। এখন কোয়ামোদোর সৎকারের ব্যবস্থা। সেটা অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

প্রথমে পাদ্রী আলফঞ্জোকে ডাকতে হবে। তারপর মুর্দাফরাসদের।

পাদ্রী দফায়-দফায় মোনাজাত করবেন, আর মুর্দাফরাসরা পেরেক ঠুকে-ঠুকে লাশটাকে কফিনবন্দী করবে।

সব রীতি মানতে গেলে অবশ্য ঝামেলা আরও রয়েছে। তার মধ্যে প্রথম কাজটাই হলো শেরিফকে খবর দেয়া। দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিংবা ডুয়েলে কেউ মারা পড়লে শেরিফকে জানানো হয় এবং তাঁকে তদন্তের একটা সুযোগ দিতে হয়।

ওসব অবশ্য সাধারণ মানুষদের জন্যে। কেল্লাদারদের মত অভিজাতরা ওসব পরোয়া করেন না।

প্রস্তুতিতে চলে গেল সারাটা দিন। পরদিন বিকেলে দাফন করা হলে কোয়ামোদোকে। এতবড় একটা শোকাবহ ঘটনা ঘটে গেল সার্ভেরোর দুর্গস্বামীর অনুপস্থিতিতে।

জ্যাভেদো অবশ্য চমৎকার দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিয়েছে গোটা ব্যাপারটা। বাবার অভাব টের পেতে দেয়নি এতটুকু। কেউ বলতে পারবে না কোন কাজে সামান্যতম ত্রুটি হয়েছে।

সার্ভেরোর প্রতিবেশী বেলশাজার, কুরকোন্ডা, ময়নিহান, ফৈজিয়ানা দুর্গপ্রধানরা যোগ দিয়েছেন শেষকৃত্যে। এছাড়াও বেশ ক'জন ভদ্রস্থানীয় খামার মালিক আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন।

অভ্যাগতদের মুখের চেহারায় শোকার্তভাব দেখা গেলেও মনে-মনে কিন্তু সবাই তাঁরা উদাসীন। কোয়ামোদোর আকস্মিক মৃত্যুতে অনেকে আবার আনন্দিতও বটে, বেঁচে থাকতে ছোঁড়াটা তো আর কম জ্বালায়নি তাঁদের।

দেশাচার অনুযায়ী এসব ভদ্রলোকদের বাসায় অবাধ যাতায়াত ছিল কোয়ামোদোর। সে সুযোগ না দিলে অভদ্রতা করা হত সার্ভেরো পরিবারের সঙ্গে। আর তার পরিণাম হয়তো গড়াত ডুয়েল কিংবা ভেনডেটা পর্যন্ত।

সুতরাং, কোয়ামোদো সবার বাসায় অবাধে যেত এবং অশান্তি ডেকে আনত। আলমাঞ্জায় ইদানীং যে অশান্তিটা সে শুরু করেছিল তেমনি ধরনেরই। তফাত শুধু এটুকুই, আলমাঞ্জার ঘটনাটার পরিণতি হয়েছে ভয়াবহ। ওই বেয়াড়া ছোকরাটা আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে কার যে কী সর্বনাশ করত আল্লাই জানেন।

যাহোক, আমন্ত্রিতরা সমাধিপ্রাঙ্গণে নীরবে দাঁড়িয়ে শেষকৃত্যানুষ্ঠান দেখলেন। সবাই কবরে এক মুঠো করে মাটি ফেলে অনুষ্ঠানে অংশও নিলেন। তারপর জ্যাভেদো ও ডেলভিনার সঙ্গে চলে এলেন সার্ভেরোতে। এখন খানাপিনার আয়োজন থাকবে, এটাই নিয়ম।

খানাপিনা চলছে এসময় অপ্রত্যাশিত এক কাণ্ড করে বসলেন ডেলভিনা।

'তুই ভেনডেটা ঘোষণা করছিস তো?' সবাইকে শুনিয়ে জ্যাভেদোকে প্রশ্ন করলেন তিনি।

জ্যাভেদো হতবিহ্বল। গোলমালটা যে কোয়ামোদো শুরু করেছিল তাতে তো কারও দ্বিমত নেই। প্রত্যক্ষ প্রমাণও উপস্থিত রয়েছে তাদের দুর্গের মধ্যে। হোসে

ফার্ডিনান্ডের মেয়ে এমুহূর্তে অসুস্থ অবস্থায় বন্দিনী।

হোসে ফার্ডিনান্ডের মেয়েকে অপহরণ করতে গিয়ে অন্যায় কাজ করেছে কোয়ামোদো। সে যদি অপরাধ করতে গিয়ে মারা পড়ে তবে তার আত্মীয়-বন্ধুরা ভেনডেটা ঘোষণা করতে যাবে কেন?

ভেনডেটা ঘোষণা করবে যার উপর অন্যায় করা হয়েছে সে, অন্যায়কারী তো নয়।

জ্যাভেদো যা-ই ভাবুক না কেন, উসকে দেয়ার লোকের অভাব হলো না ভোজসভার টেবিলে।

অনেকেই কণ্ঠ মেলাল ডেলভিনার সঙ্গে। ওদের কি? আশপাশে ভেনডেটা চালু থাকলে ওরা একটা উত্তেজনার খোরাক পাবে, এটুকুই ওদের লাভ। দুটি পরিবারে বিবাদ লাগলে লাগুক না, ওদের গায়ে তো আঁচড়টিও পড়ছে না। দূর থেকে মজা লুটতে ক্ষতি কি?

ভেনডেটা চালু হলে আজ মরবে হোসে ফার্ডিনান্ড, তো কাল আবার ম্যাজেন্টো। চলতে থাকবে পাল্টাপাল্টি খুন-খারাপি।

গৃহস্থ ঘরে ভেনডেটা শুরু হলে সম্ভাবনা থাকে একটা বংশ একদিন না একদিন নির্বংশ হয়ে যাবে; তখন বন্ধ হবে ভেনডেটা। কিন্তু দুর্গস্বামী কিংবা জমিদারদের ব্যাপারটা তা নয়। বংশগত ভেনডেটা একসময় চেপে বসে দুর্গের বা ভূখণ্ডের নতুন মালিকের ওপর। সম্পত্তির মত ভেনডেটাও হাতবদল হয়। সম্পদ ভোগ করব, অথচ রক্তের ঋণ শোধ করব না তা চলবে না।

কাজেই কুরকুণ্ডা, ময়নিহান, বেলশাজার, ফৈজিয়ানার ব্যারনরা তো উৎসাহিত হবেনই। শোকানুষ্ঠানের কথা ভুলে তাঁরা সশব্দে টেবিল চাপড়াতে লাগলেন।

'অবশ্যই ভেনডেটা ঘোষণা করা উচিত,' চেঁচিয়ে উঠলেন কয়েকজন। 'মানী লোক ভাই হত্যার প্রতিশোধ না নিয়ে পারে?'

জ্যাভেদো অন্যরকম ছেলে। সে ছোট ভাই কোয়ামোদোর মত বেপরোয়া, উচ্ছৃঙ্খল তো নয়ই, এমনকি বাবা ম্যাজেন্টো গুইশাস্পোর মত স্বার্থান্বেষী, সংকীর্ণমনাও নয়। লোকে তার কাছ থেকে উদার, ন্যায়নিষ্ঠ, বীরোচিত আচরণ পেয়ে অভ্যস্ত। তার এ ধরনের চরিত্র অবশ্য ঘনিষ্ঠজনদের কাছে এক জটিল রহস্য। বাপ-ভাই কারও সাথেই ওর কণামাত্র মিল নেই।

ম্যাজেন্টো তাকে খানিকটা অবিশ্বাস করেন, আর কোয়ামোদো করত অশ্রদ্ধা।

মায়ের আকস্মিক প্রশ্নটা বিচলিত করে তুলল জ্যাভেদোকে। ও বুঝতে পেরেছে মা আসলে প্রশ্ন করেননি, পরোক্ষভাবে ওকে ভেনডেটা ঘোষণার নির্দেশ দিয়েছেন।

জ্যাভেদো বিব্রত বোধ করেছে অতিথিদের টেবিল চাপড়ে উৎসাহ জোগাতে দেখে। মা একান্তে ওর কাছে কথাটা তুললে ও বুঝিয়ে বলতে পারত, হাজারটা যুক্তি দেখাতে পারত ভেনডেটার বিরুদ্ধে। কিন্তু এই লোক সমাবেশে মায়ের সঙ্গে তর্ক করা যায় না। তারপরও জবাব তো কিছু না কিছু দিতেই হবে।

'ও ব্যাপারে তো আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারি না, মা,' শান্ত গলায় জবাব দিল ও। 'বাবা আগে ফিরুন, তিনি যা বলবেন তাই হবে।'

মা সহ অভ্যাগতদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় যেন পানি ঢেলে দেয়া হলো। কমবয়সী যুবক, আবেগের বশে সায় দিয়ে বসবে তাঁদের কথায়–এমনটাই আশা করেছিলেন ব্যারন মহোদয়রা। তাঁরা এবারে হতাশ হয়ে পড়লেন। ডেলভিনাও কি হতাশ হননি? তবে জ্যাভেদো বাবাকে ভক্তি করে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে খুশিও হলেন।

'আমার ছেলে কেমন বাধ্য দেখো তোমরা,' সবার দিকে চেয়ে নীরবে যেন তিনি ছেলের গুণকীর্তন করতে লাগলেন।

অতিথিরা একে একে বিদায় নিলেন। তবে যাওয়ার সময়ও রসাল আলোচনাটা জারি রাখলেন তাঁরা।

'বাপের মতামতের দাম অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু তাই বলে ভেনডেটার দায়িত্ব তো বুড়ো বাপের কাঁধে চাপালে চলবে না, যুবক ছেলেকেই দায়িত্বটা নিতে হবে। বরাবর তাই হয়ে এসেছে কিনা।'

ওদিকে, কর্নেলিয়া যে বারবার জ্ঞান হারিয়েছে তা কোন দৈহিক আঘাতের কারণে নয়। লাগাতর আকস্মিক বিপদের ফলে তার মগজের ওপর সাঙ্ঘাতিক চাপ পড়েছিল। ও সেটা সইতে পারেনি। পারবে কি করে, এধরনের পরিস্থিতিতে তো আগে কখনও পড়তে হয়নি তাকে।

একবার করে চাপ সামলে ওঠে, কিন্তু তার পরপরই আবার আরেকটা আঘাত আসে। মোট কথা চূড়ান্ত স্নায়বিক-মানসিক অবসাদে ভুগছে সে।

ডাক্তার পিড্রু অতি বিখ্যাত তেমন কেউ নন। তবে বয়স্ক, অভিজ্ঞ লোক। ভদ্রলোক এসে কর্নেলিয়ার পাশে বসতে না বসতেই কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ঘরে তাঁরা ছাড়া তখন কেবল জেসমিনা। ডেলভিনা কোয়ামোদোর জন্যে কান্নাকাটি করছেন, আর জ্যাভেদো শালীনতাবোধবশত রোগীর ঘরে অনুপস্থিত।

ডাক্তারের চাঞ্চল্য দৃষ্টি এড়ায়নি জেসমিনার।

'কি ব্যাপার, ডাক্তার সাহেব?' প্রশ্ন করল সে।

'একে আগে কোথায় যেন দেখেছি।'

কর্নেলিয়ার পরিচয় তখনও জানে না জেসমিনা। জানা থাকলে জানিয়ে দিতে পারত ডাক্তারকে।

সিনর পিড্রু শুধু সার্ভেরোরই নন, আলমাঞ্জারও ডাক্তার। সত্যি বলতে কি, সার্ভেরোকে ঘিরে যদি পঞ্চাশ মাইলের একটি বৃত্ত রচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, পিড্রু সালামাঙ্কা ছাড়া এ অঞ্চলে আর কোন উল্লেখযোগ্য ডাক্তার নেই। ডজন খানেক হাতুড়ে আছে অবশ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। বড় ঘরে তাদের ডাকও পড়ে। তবে ডাক এলে তাদের ঢুকতে হয় পেছনের দরজা দিয়ে। হ্যাঁ, চাকর-বাকর, আর আশ্রিতদের চিকিৎসা করার জন্যে। মালিকপক্ষের অসুখ-বিসুখ হলে পিড্রুই ভরসা। তখন সিংহ দরজা খুলে দেয়া হয় তাঁর বেতো ঘোড়াটির সামনে। বৃদ্ধ ডাক্তার তাঁর বেতো ঘোড়াটি ছাড়া আর কোন বাহনকে বিশ্বাস করেন না কিনা।

কর্নেলিয়ার পরিচয় জানা থাকলে জেসমিনা হয়তো সত্যি কথাটা বলে দিত

তার বদলে সে বলল, 'দেখে থাকলে আশ্চর্য কি! আপনি তো রোজই কত জায়গায় যাচ্ছেন-আসছেন।...এখন ওকে কিভাবে সারিয়ে তোলা যায় দয়া করে সে ব্যবস্থা করুন।'

ডাক্তার যন্ত্রপাতি লাগিয়ে পরীক্ষা করছেন তখন রোগীকে।

'ও সাতদিনের মধ্যেই সেরে উঠবে,' দেখে-টেখে বললেন। 'কোন অসুখ নেই ওর। ওষুধ চলুক, সঙ্গে ভাল খাওয়া-দাওয়া, ব্যস–চিন্তা নেই।'

সাত

হোসে ফার্ডিনান্ডের দশা এখন খাঁচাবন্দী সিংহের মত। কখনও খামোকা-খামোকা ছুটোছুটি করছেন, কখনও চেঁচামেচি করছেন, কখনওবা আবার গুম হয়ে বসে থাকছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পুরুষ মানুষ, শক্ত মন। নারীর মত অঝোরে খানিকটা কান্নাকাটি যদি করতে পারতেন, বুকটা হালকা হত। কিন্তু তা আর পারছেন কই?

মাঝে মাঝে তীব্র অনুশোচনায় পুড়ছেন তিনি। মেয়েকে তাঁর চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে চলে গেল, কিছুই করতে পারলেন না তিনি। করতে গেলে নিহত কিংবা বন্দী হতে পারতেন। এখন মনে হচ্ছে সে-ও ভাল হত। তার বদলে তিনি কিনা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলেন? কেন তিনি আত্মদান করলেন না মেয়েকে উদ্ধার করতে গিয়ে? এই কলঙ্ক কি সারা জীবনেও ঘুচবে তাঁর?

কখনও কখনও বিচার-বুদ্ধি তাঁকে মৃদু সান্ত্বনা দেয়।

'মিথ্যে অনুশোচনা কোরো না। বেঁচে যখন আছ কর্নেলিয়াকে একদিন না একদিন উদ্ধার করতে পারবেই পারবে। তুমি গুলি খেয়ে মারা পড়লে লাভটা কি হত? কর্নেলিয়াকে উদ্ধার করার আশা যেমন ধূলিসাৎ হত, তেমনি অন্য কোন উত্তরাধিকার নেই বলে হাতছাড়া হয়ে যেত আলমাঞ্জা দুর্গ। সার্ভেরোর কেউ একজন জোর করে কর্নেলিয়াকে বিয়ে করে ভোগ-দখল করত আলমাঞ্জা দুর্গ। কাজেই, দুঃখ না করে মনটাকে শান্ত করো। জেনে রেখো, যা ঘটেছে এ পরিস্থিতিতে এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারত না।'

এই সান্ত্বনা নিয়েই নিজেকে সামলে রেখেছেন হোসে ফার্ডিনান্ড। দুর্গরক্ষার প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছেন যথাসম্ভব। চর মারফত রোজই খবর আসছে। মাদ্রিদ থেকে সৈন্য রওনা হয়েছে আলমাঞ্জা অভিমুখে। সেনাদলের নেতৃত্বে রয়েছেন সার্ভেরোর ম্যাজেন্টো গুইশাম্পো, কেল্লাদার হিসেবে যাঁকে পাত্তাও দেন না হোসে ফার্ডিনান্ড।

সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আলমাঞ্জার। এমুহূর্তে আসন্ন বিপদের কথা মাথায় রেখে স্বল্প সময়ের মধ্যে সেটিকে আরও জোরদার করা হয়েছে।

গুইশাম্পো এলেন আর দুর্গ জয় করে নিলেন ব্যাপারটা অত সহজ হবে না। গভীর পরিখা ঘিরে রেখেছে দুর্গটাকে। পরিখা পেরোবার একমাত্র উপায় লোহার ঝুলসেতু। তীরে দাঁড়িয়ে চাকা ঘোরাতে হয় ওটার। লোহার ভারী-ভারী শিকলে

বাঁধা সেতুটা তখন ওপরে উঠে আসে।

রসদেরও অভাব নেই দুর্গে। ছয় মাসের খাবার মজুদ রয়েছে।

ম্যাজেন্টো কি দুর্গ অবরোধ করে ছয় মাস এখানে বসে থাকবেন? অসম্ভব। দাবার ছকে সামান্য বোড়ে হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছেন ম্যাজেন্টো। আসল খেলা চলবে ডিউক অর্লিয়াঁ ও রিজেন্ট ফ্রান্সিসের মধ্যে। ফ্রান্স থেকে এসে অর্লিয়াঁ নিশ্চয়ই ছয় মাস হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবেন না। তিনি যে চাল চালবেন তার ওপরই নির্ভর করবে এ যুদ্ধের জয়-পরাজয়।

দুর্গপ্রাচীরের মাথায় দাঁড়িয়ে এ মুহূর্তে ফার্ডিনান্ড। দৃষ্টি তাঁর সুদূর প্রসারিত। সামনে দুস্তর বালুকান্তার, তারই কোন এক জায়গায় শত্রুশিবিরে বন্দী হয়ে আছে তাঁর আদরের ধন কর্নেলিয়া। তাকে কি তিনি আর কোনদিন ফিরে পাবেন?

কর্নেলিয়া যদি তাঁর কাছে থাকত তবে কোন কিছুকেই পরোয়া করতেন না ফার্ডিনান্ড। অবরুদ্ধ অবস্থাতেও হাসতে পারতেন তিনি। মনে মনে বিদ্রূপ করতেন ওই ম্যাজেন্টো গুইশাম্পোকে। কিন্তু হায়!

স্পেনের রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে বলেই সমস্যাটা বেধেছে। তা নাহলে গুইশাম্পোর হাজারখানেক সৈনিকের বাহিনীকে মেরে তাড়াতে পারতেন ফার্ডিনান্ড। কিন্তু পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্পেনের রাজকীয় বাহিনীর দশ হাজার সৈনিক ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে রয়েছে গুইশাম্পোর। কাজেই, অর্লিয়াঁর কাছ থেকে যদ্দিন সাহায্য না আসছে সম্মুখ যুদ্ধ এড়াতে হবে ফার্ডিনান্ডকে।

অবরোধ কতদিন চলবে কে জানে। ততদিন সার্ভেরোতে কি দশা হবে অসহায় কর্নেলিয়ার, এক বিধাতাই জানেন।

ভাবতে ভাবতে একসময় কপাল চাপড়াতে লাগলেন ফার্ডিনান্ড।

আর ঠিক সে মুহূর্তে তাঁর কানে এল কার যেন সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠস্বর।

'ব্যারন, আপনার কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

হোসে ফার্ডিনান্ড চেয়ে দেখেন কখন যেন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অর্লিয়াঁর সেই দূত, কর্নেলিয়াকে যে উদ্ধার করেছিল শত্রুদের কবল থেকে। শেষ অবধি কর্নেলিয়া আবারও অপহৃতা হয়েছে বটে, কিন্তু তার জন্যে এই অসমসাহসী যুবককে দায়ী করা যায় না। চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি সে। কিন্তু মারাত্মক আহত অবস্থায় বেচারা যুদ্ধ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। কাজেই হোসে ফার্ডিনান্ড তার প্রতি বিরূপ তো ননই বরং কৃতজ্ঞ।

ফার্ডিনান্ডের কথায় মমতা ঝরে পড়ল।

'আরে, আপনি উঠে এলেন কেন?' বললেন 'ডাক্তার পিড্রু না আপনাকে এক সপ্তাহ নড়াচড়া করতে নিষেধ করেছেন?'

'তা করেছেন,' হাসিমুখে বলল সাভানা। 'কিন্তু তার পাঁচ দিন কেটে গেছে। দুটো দিন বিশ্রাম কম নিলে তেমন কোন ক্ষতি হবে না। আমার তো বেশ সুস্থই মনে হচ্ছে নিজেকে।'

'যাক, অন্তত একটা সুসংবাদ শুনলাম। আল্লাকে হাজারও শোকর আপনাকে সুস্থ করে তোলার জন্যে। আর আপনাকে ধন্যবাদ আমার অসহায় মেয়েটাকে

বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন বলে। আপনি যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমার দৃষ্টিতে আপনি শার্লিমেনের নাইটদের চাইতে কোন অংশে কম নন।'

'আমার একটা প্রস্তাব ছিল,' সামনাসামনি নিজের প্রশংসা শুনে বিব্রত বোধ করছে সাভানা।

'নিশ্চয়ই,' সোৎসাহে বলে উঠলেন ফার্ডিনান্ড। 'আপনার যে কোন প্রস্তাবই আমি মেনে নেব। শুধুমাত্র এখুনি এখান থেকে চলে যাওয়ার প্রস্তাবটা করবেন না। আপনি এখনও পুরোপুরি সুস্থ নন। তাছাড়া রিজেন্টের সেনাবাহিনী নিয়ে আলমাঞ্জার দিকেই আসছে ম্যাজেন্টো। রাস্তা-ঘাটে বিপদে পড়তে পারেন।'

'না, আমি চলে যাওয়ার কথা বলছি না। তবে একটু চলাফেরা করার অনুমতি চাইছি,' বলল সাভানা। তার ঠোঁটের কোণে রহস্যময় হাসি। 'রাখঢাক না করে বলেই ফেলি বরং। কৌশলে সিনোরিটা কর্নেলিয়াকে মুক্ত করে আনা যায় কিনা একবার চেষ্টা করে দেখতে চাই।'

'কৌশলে মানে?' থতমত খেয়ে গেলেন ফার্ডিনান্ড। লজ্জাও পেলেন। যে ভাবনাটা তাঁর মাথায় আসা উচিত ছিল তা এসেছে কিনা ভিনদেশী এক যুবকের মাথায়।

ওর চেষ্টা সফল হোক বা না হোক, আন্তরিকতার যে পরিচয় পেলেন হোসে ফার্ডিনান্ড তাতেই যুবকের প্রতি তাঁর ঋণের পরিমাণ বেড়ে গেল অনেকখানি।

'আপনি তো জানেন, ডন পিড্রুই সার্ভেরোতে কর্নেলিয়ার চিকিৎসা করছেন,' সাভানা বলল।

'তাই নাকি? আমি ওটা শুনিনি, আর কে চিকিৎসা করছে না করছে সে চিন্তা আমার মাথাতেও আসেনি। করতেই পারে। কেননা, গুইশাস্পোরা নিজেদের স্বার্থেই চাইবে কর্নেলিয়া বেঁচে থাকুক। আর সেজন্যে তাদের প্রয়োজন পড়বে ডাক্তার পিড্রুকে। এ অঞ্চলে সত্যিকার ডাক্তার তো ওই একজনই।'

'কথা তো ঠিকই। পিড্রু বলেছেন আমাকে, কারণ ম্যাজেন্টো এখন সার্ভেরোতে নেই বলেই তিনি দু'জায়গায় একসঙ্গে আসা-যাওয়া করতে পারছেন। ব্যারন থাকলে নিশ্চয়ই চাইতেন না উনি কর্নেলিয়ার চিকিৎসাও করুন আবার আলমাঞ্জাতেও আসুন।

'ব্যারনের বড় ছেলে জ্যাভেদো অবশ্য অন্যরকম মানুষ। তিনি সব জেনেশুনেও কোন আপত্তি করেননি। তিনি বরং ডাক্তারকে বলেছেন, অসুস্থ লোকের চিকিৎসা করাই তো ডাক্তারদের কর্তব্য। যে-ই ডাকুক যেতে হবে। আগেকার আমলে যেমন নাইটরা ছিল। যে যেখানেই বিপদে পড়ুক না কেন নাইটরা ঠিক ছুটে যেত সাহায্য করতে।'

সংশয় ফুটল ফার্ডিনান্ডের গলার সুরে।

'জ্যাভেদো একথা বলেছে? গুইশাস্পো বংশে এমন ছেলেও জন্মেছে?'

'ডাক্তার নিজে আমাকে বলেছেন।'

'ও,... কিন্তু কি কৌশলের কথা যেন বলছিলেন তখন?

'বুদ্ধিটা আজই আমার মাথায় এসেছে, ডাক্তার চলে যাওয়ার পর। উনি ক'দিন থাকছেন না এখানে। মাদ্রিদে যাচ্ছেন একটা চিকিৎসক সম্মেলনে যোগ

দিতে। আজ এখান থেকেই রওনা হয়ে গেছেন, যেতে অন্তত পাঁচ-ছয় দিন তো লাগবেই। আসতেও ধরুন পাঁচ-ছয় দিন। উনি বললেন, এখানে আর কোন জরুরী রোগী নেই। সার্ভেরোতে কর্নেলিয়া সুস্থ, এখানে আমিও চলেফিরে বেড়াচ্ছি। কাজেই, দু'সপ্তাহ উনি না থাকলে রোগীদের কোন অসুবিধে হবে না।'

'উনি আলমাঞ্জা থেকেই মাদ্রিদ রওনা হয়ে গেলেন? অবশ্য ঠিকই আছে। ওঁর বাড়ি তো কুইলনে, উল্টো দিক হয়। খামোকা উল্টো দিকে বিশ মাইল যেতে যাবেন কোন্ দুঃখে!'

'উনিও সে কথাই বললেন। ভদ্রলোক সঙ্গে করে ভ্রমণের উপযোগী কাপড়-চোপড় নিয়ে এসেছিলেন। আমার ঘরে কাপড় পাল্টালেন। আর তাঁর ক্লান্ত ঘোড়াটাকে রেখে গেছেন আপনার আস্তাবলে।'

'ঘোড়া রেখে গেছেন? তাহলে দুশো মাইল রাস্তা কি পায়ে হেঁটে পাড়ি দেবেন নাকি?'

'না, না, উনি আপনার আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে গেছেন। অবশ্য ডোনা অগাস্টাকে বলেই নিয়েছেন।'

হোসে ফার্ডিনান্ড ক্রমেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছেন। ব্যাপারটা কি? পরপর এমন সব ঘটনা ঘটছে, যা আগে কখনও ঘটেনি। যে ডাক্তার পিড্রুকে কুইলন থেকে আলমাঞ্জার মধ্যে ঘুরপাক খেতে দেখলেন সারাটা জীবন, তাঁরই কিনা হঠাৎ করে মাদ্রিদ যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে গেল? এটা কিন্তু মস্তবড় ঘটনা।

এছাড়া আরও সন্দেহজনক ব্যাপার আছে। ভদ্রলোক বাসা থেকে পোশাক পাল্টে এলেন না, পাল্টালেন কিনা আলমাঞ্জায় এসে। বিদেশী সৈনিক সাভানার ঘরে তিনি তাঁর পোশাক ছেড়ে গেলেন। অথচ ওই পোশাকটি পরেই বছরের পর বছর তিনি রোগী দেখে বেড়িয়েছেন মরুভূমি পাড়ি দিয়ে। ওটার কাপড়ের রং, বোতাম, এমনকি প্রত্যেকটা সেলাইয়ের ফোঁড় পর্যন্ত মুখস্থ এ অঞ্চলের প্রতিটি গৃহস্থ বাড়ির লোকজনদের।

ভদ্রলোক তাঁর প্রাণপ্রিয় বেতো ঘোড়াটিকে পর্যন্ত রেখে গেছেন। আর হোসে ফার্ডিনান্ডকে না বলে নিয়ে গেছেন তাঁরই একটা তেজী ঘোড়া। ওটার পিঠে তিনি কতক্ষণ বসে থাকতে পারবেন এক বিধাতাই জানেন। ফার্ডিনান্ডের ঘোড়াগুলো সব কটাই মেজাজী, নতুন লোক সওয়ার হলে বড়জোর তিন মিনিট—তারপরই সোজা পপাত ধরণীতল।

আর ডোনা অগাস্টার ব্যাপারটিও কম রহস্যজনক নয়। তিনি কখনোই যা করেন না, আজ তাই করেছেন। স্বামীকে কিচ্ছুটি না জানিয়ে নিজ দায়িত্বে ঘোড়া দিয়ে দিয়েছেন ডাক্তার পিড্রুকে।

অনেকক্ষণ সাভানার দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন হোসে ফার্ডিনান্ড। সাভানাকে কোন প্রশ্ন করার কথা তাঁর মাথাতেই এল না।

শেষমেশ মুখ খুলতে হলো সাভানাকেই।

'আমার সেই প্রস্তাবটা কি বলব এবার?'

সংবিৎ ফিরে পেলেন যেন ফার্ডিনান্ড।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! আমি এতক্ষণ আসলে ডাক্তার পিড্রুর কথাই ভাবছিলাম।

ভদ্রলোক আমার ঘোড়া থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙে মরেন কিনা আল্লা মালুম। তিনি হাড় জিরজিরে, বেতো ঘোড়ায় চড়ে অভ্যস্ত কিনা। তা কি বলছিলেন যেন?'

ফার্ডিনান্ডকে পরিকল্পনাটা বোঝাতে দীর্ঘ সময় লাগল সাভানার। ফার্ডিনান্ড প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেলেন, তারপর আপত্তি করতে লাগলেন। কিন্তু শেষমেশ তাঁর সমস্ত আপত্তি দূর হয়ে গেল সাভানার আত্মপ্রত্যয় দেখে।

'কর্নেলিয়া আমার মেয়ে,' বললেন তিনি, 'কিন্তু তারপরও এরকম একটা দুঃসাহসিক কাজে হাত দেয়ার কথা ভাবতে পারতাম না আমি। কাজটা দুঃসাহসিক, অথচ আপনাকে মন থেকে নিষেধও করতে পারছি না। বড্ড বেশি লোভ দেখাচ্ছেন আপনি। মেয়েকে ফিরে পাব, নিজের গায়ে টোকাটিও পড়বে না, এরচেয়ে বড় প্রলোভন আর কি হতে পারে? আপনি পারবেন। আপনি অন্য ধাতুতে গড়া। আমি ঝুঁকি নিই তখনই, যখন জয়লাভের সম্ভাবনা থাকে পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। আর আপনি তখনও ঝুঁকি নেন যখন পরাজয়ের সম্ভাবনাই একশো ভাগ। আমাদের মত লোকেদের নিয়ে ইতিহাস লেখা হয়, আর আপনার মত লোককে নিয়ে লেখা হয় মহাকাব্য।'

আট

ডাক্তার পিড্রুর আসা-যাওয়ার কোন ধরা-বাঁধা সময় নেই। কাজেই সন্ধ্যার পর তাঁকে সার্ভেরোতে ঢুকতে দেখে অবাক হলো না কেউ। ঝুলসেতুর পাহারাদার সেলাম ঠুকল তাঁকে। ডাক্তারের বেতো ঘোড়া তার চেনা পথ ধরে খটমট শব্দ তুলে সেতু পেরোল। আস্তাবলটা বাঁ পাশে। আস্তাবল থেকে একটা সরু গলি বাগান ভেদ করে প্রাসাদে গিয়ে মিশেছে। ডাক্তারের ঘোড়া আস্তাবলের দিকে ঘুরল। আস্তাবলের সামনে এসে পৌঁছতে সহিসদের একজন এসে লাগাম ধরল। নেমে পড়লেন ডাক্তার।

সন্ধ্যা উতরে গেছে। আকাশে চাঁদ নেই, প্রাসাদেও আলোর চিহ্ন দেখা গেল না। আস্তাবলের ভিতরে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। গলিপথটায় তাই ক্ষীণ আলোর আভাস। আবছা সেই আলোতে সহিস গিয়েলুমের মনে হলো, ডাক্তারকে আজ যেন অন্যান্য দিনের চাইতে একটু বেশি লম্বা দেখাচ্ছে। পরক্ষণে নিজেকে প্রবোধ দিল সে। ডাক্তার নিশ্চয়ই আজ উঁচু গোড়ালির জুতো পরেছেন। তাছাড়া আলো-আঁধারিতে সব কিছুকেই ছোট-বড় দেখাতে পারে। ধাঁধা লেগে যায় চোখে।

'ব্যাগটা আপনি বইবেন কেন, আমার হাতে দিন,' রোজকার মতন আজও বলল সহিস।

'উঁহুঁ, উঁহুঁ,' পিড্রুবেশী সাভানা জোরে-জোরে মাথা নাড়ল।

কোথায় কি প্রশ্ন হতে পারে, কি জবাব দিতে হবে, কোন্ প্রশ্নের জবাব না দিলেও চলবে–এসব কথা গত কদিন ধরে পাখিপড়া করে শিখিয়েছেন তাকে ডাক্তার পিড্রু। সাভানাও এমুহূর্তে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে তাঁর নির্দেশ।

বাগানের ভেতর দিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়াল সাভানা। বুকের ভেতরটা শিরশির করছে। অবশ্য সেটা প্রাণের ভয়ে নয়, পরিকল্পনাটা যদি ব্যর্থ হয়ে যায় সেই ভয়ে। নিজেকে সেভাবে গুরুত্ব দেয় না সাভানা, সে মারা গেলে ফ্রান্সের খুব বড় কোন ক্ষতি হয়ে যাবে না। তার মত লাখ-লাখ সৈন্য তৈরি রয়েছে মাতৃভূমির সেবা করার জন্যে।

একজন কমে গেলে কি যায় আসে। আর জীবনের ওপরও যে খুব দরদ আছে তার এমনও নয়। বীরধর্মী লোক সে, দরদ থাকবেই বা কেন। যতক্ষণ বেঁচে থাকবে কাজ করে যাবে অন্যের ভালর জন্যে, যখন থাকবে না তখন একজনও যদি মুহূর্তের জন্যে তাকে স্মরণ করে, তবে শান্তি পাবে ওর আত্মা। এটাই সাভানার মনের কথা।

বিশাল কাঠের দরজা প্রাসাদের সামনে। অসংখ্য গজাল ঠোকা হয়েছে একেকটা পাল্লায়। দরজার বাইরে বন্দুক হাতে এক প্রহরী। সে সামরিক কায়দায় সালাম দিয়ে ঝুলন্ত দড়িতে টান দিল। ভেতরে বড়সড় এক ঘণ্টার সঙ্গে বাঁধা সে দড়ি। ঢং-ঢং শব্দে বেজে উঠল ঘণ্টা।

প্রহরী ভেতরেও আছে। সে সামান্য একটুখানি খুলে দিল দরজার একটা পাল্লা। ডাক্তার কোনরকমে শরীরটা গলিয়ে দিলেন ভেতরে। তারপর আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

স্বল্পালোকিত একটা চাতাল। তেমন চওড়াও নয়, তার ওপাশে ওপরে ওঠার সিঁড়ি, আর দু'ধারে দুটো মাঝারি আকারের দরজা। দরজা দুটো এখন বন্ধ।

প্রহরী গিয়ে ডানের দরজায় খট-খট শব্দ করল। এক ভৃত্য সাড়া দিতে বেরিয়ে এল। ডাক্তারের হাত থেকে ব্যাগটা নিতে হাত বাড়াল সে। সাভানা জানে, ডাক্তার পিদ্রু সব সময় মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দেন ব্যাগ তিনি নিজেই বইবেন।

সাভানাও তাই করল। এবং ভৃত্যও বিন্দুমাত্র অবাক না হয়ে তাকে পেছনে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

সিঁড়ি সংলগ্ন বারান্দার দু'পাশে সারি সারি দরজা। সব কটা দরজাতেই পর্দা ঝুলছে। তাছাড়া বেশিরভাগ ঘরই অন্ধকার। বোঝা যায়, ভেতরে মানুষ-জন নেই। গুই[illegible] পরিবারে অবশ্য লোকজনও কম। এমুহূর্তে এখানে রয়েছে কেবল জ্যা[illegible] লেভিনা।

[illegible] পথ মাথায় সরু একটা সিঁড়ি। পাঁচ-ছয় ধাপ উঠতেই পাশাপাশি [illegible] সাভানা। কামরা দুটো অথচ দরজা একটি। অর্থাৎ ওপাশের ঘরে যেতে হ[illegible] এপাশের কামরার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। ওদিকের ঘরটার নিচে বাগান। বাগানের ওপাশে বিশ ফুট উঁচু দুর্গের দেয়াল। সান্ত্রী পাহারার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে।

[illegible] রোগীদের রাখা হয় আড়াইতলার এই ছোট ঘর দুটোয়। কঠিন, সংক্রামক রোগ তো প্রায়ই দেখা দেয়। এখন অবশ্য সেরকম কোন রোগী নেই গুইশাম্পো পরিবারে। তাই বন্দিনী কর্নেলিয়াকে রাখা হয়েছে এখানে। রোগীর ঘর হিসেবে তো বটেই, কয়েদখানা হিসেবেও মন্দ নয় এ ঘর দুটি। বাড়ির ভেতরে, অথচ বিচ্ছিন্ন। তার ওপর নিরাপদ। পেছনের ঘরের লোককে বেরোতে হলে

সামনের ঘর ব্যবহার করতে হবে। সেখানে সর্বক্ষণ কেউ না কেউ তো থাকেই। যখন না থাকে তখন দরজায় তালা মারা থাকে।

ঘরে এমুহূর্তে একজন মহিলা রয়েছে। মুখের চেহারা, পোশাক-আশাক দেখে অনুমান করল সাভানা, এ নিশ্চয়ই হাউজকীপার জেসমিনা। ডাক্তার পিড্রু তাকে বলেছেন, জেসমিনা অত্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ, কর্মঠ মহিলা। গৃহকর্ত্রী স্বয়ং ডেলভিনাও সমঝে চলেন তাকে।

জেসমিনা শুভ সন্ধ্যা জানাল ডাক্তারকে। তারপর বলল, 'রোগী তো ভালই আছে। আজ না এলেও তো হত, ডাক্তার।'

'আসলাম,' শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে বলল সাভানা। কথা তিনটের ফাঁকে খুক-খুক করে একটুখানি কেশে নিল। গলার আওয়াজের দিকে যাতে হঠাৎই মনোযোগ আকৃষ্ট না হয় জেসমিনার।

ডাক্তারের কাশি কান এড়ায়নি জেসমিনার।

'দেখলেন তো,' বলল সে। 'এ অঞ্চলের সন্ধেবেলার হাওয়াটা স্বাস্থ্যের পক্ষে কত ক্ষতিকর। কথাটা আপনার কাছেই বহুবার শুনেছি। অথচ আপনি নিজেই কিনা বেরিয়ে পড়েছেন। এখন অসুখ না বাধালেই হয়।'

'হুঁ,' বলে আরেকটু কেশে নিল সাভানা।

'আপনি রোগীকে দেখুন, আমি কফির ব্যবস্থা করি। তালাটা ভেতর থেকে লাগিয়ে দিন। নিয়ম যখন আছে মেনে চলাই ভাল।'

খুক-খুক করে কেশে সায় জানাল সাভানা।

আড়াইতলার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল জেসমিনা। সাভানা দরজার বাইরের তালাটা খুলে ভেতর দিকে লাগাল। তারপর কর্নেলিয়া যে ঘরে আছে সে ঘরের দরজায় করাঘাত করল।

দু'মিনিট বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল ডাক্তারবেশী সাভানা। কর্নেলিয়াকে সুযোগ দিল বেশবাস সামলে নেবার। এবার আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে, পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল।

কুশল বিনিময়ের পর কর্নেলিয়া মৃদু স্বরে বলল, 'এই রাত্রিবেলা কষ্ট করে না এলেও পারতেন। আমি তো এখন ভালই আছি!'

সাভানা সঙ্গে সঙ্গে জবাব না দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে এল। দাঁড়াল এসে কর্নেলিয়ার বিছানার পাশে।

'আজও পরীক্ষা করবেন?' বিরক্তি চেপে, মুখে চেষ্টাকৃত হাসি ফুটিয়ে বলল কর্নেলিয়া। যে নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করছে তার কাছে ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনাবশ্যক মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

'না,' মৃদু স্বরে বলল সাভানা। 'শুনুন, এখন যে কথাগুলো বলব তা শুনে উত্তেজিত হবেন না, নিজেকে শান্ত রাখবেন। তাতে আপনারও মঙ্গল আমারও মঙ্গল। আমি আপনার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। ডাক্তারের ছদ্মবেশে এখানে এসেছি। আপনার বাবা আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাকে মুক্ত করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আমাকে আপনি চেনেন। কোয়ামোদো যেদিন আপনাকে অপহরণ করে সেদিন রাতে ট্রিটন হিলের গুহায় আমাদের দেখা হয়েছিল—'

কর্নেলিয়া এসব কথা শোনার পরে সতর্কবাণী ভুলে উত্তেজিত হয়ে উঠল। আধশোয়া অবস্থায় ছিল বালিশে হেলান দিয়ে, তড়াক করে সিধে হয়ে বসল। তারপর সাভানার একটা হাত চেপে ধরল দু'হাতে।

'আপনি? আপনি এসেছেন?'

ঝরঝর করে অশ্রু গড়াচ্ছে কর্নেলিয়ার দু'গাল বেয়ে।

'আপনি শান্ত হোন,' বারবার একই কথা বলতে লাগল সাভানা।

ঠিক এ সময় করাঘাত। বাইরের দরজায়। জেসমিনা কফি নিয়ে এসে জোরে-জোরে করাঘাত করছে।

'শিগ্‌গির চোখ মুছে ফেলুন,' ত্রস্ত কণ্ঠে বলল সাভানা। 'দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকুন।'

সাভানা এবার দরজা খুলল এ ঘরের। তারপর ধীরেসুস্থে বাইরের কামরার তালা খুলে দিল। জেসমিনা একাই এসেছে। হাতে ছোট একটা ট্রে, তাতে ধূমায়িত কফির পট ও পেয়ালা। সঙ্গে অল্প কিছু কেকজাতীয় শুকনো খাবার। জেসমিনার নিজের হাতে তৈরি। বাজার-হাট এখান থেকে এতটাই দূরে, বিস্কে উপকূলের গৃহস্থরা সেখান থেকে কেক-মিষ্টি কিনে আনার কথা ভাবতেই পারেন না।

'রোগী দেখা হলো?'

'না,' বলে খুক-খুক করে কাশল সাভানা।

'আপনি শিগ্‌গিরি কাশির ওষুধ খেয়ে নিন। নইলে আপনি তো ভুগবেনই, আপনার রোগীরাও ভুগবে। ডাক্তার নিজেই যদি নিউমোনিয়ায় পড়ে–'

সাভানা এমনভাবে দাঁড়িয়েছে যাতে মোমবাতির আলো ওর মুখে না পড়ে। এ অবস্থাতেই দরজায় তালা দিয়ে জেসমিনাকে ভেতরের ঘরে আসতে ইশারা করল।

'কফিটা এখানে খেয়ে নিলেও পারতেন,' বলল জেসমিনা।

'না, না,' বলে ভেতরের ঘরে ঢুকে পড়ল সাভানা।

জেসমিনা নিঃশঙ্কচিত্তে প্রবেশ করল তার পিছু পিছু। সাভানা ট্রে-টা ওর হাত থেকে নিয়ে চেয়ারের ওপর রাখল। এবং পরক্ষণে দু'হাত দিয়ে সবলে টিপে ধরল মহিলার কণ্ঠনালী। আচমকা আক্রমণে চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল জেসমিনার, হাঁ হয়ে গেল মুখ। সেই সুযোগে নিজের রুমালটা দলামোচা পাকিয়ে তার মুখের ভেতর ভরে দিল সাভানা। বিছানার চাদরটা ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলল ও। একটা টুকরো দিয়ে জেসমিনার দু'হাত এবং অন্য টুকরোটা দিয়ে দু'পা বেঁধে ফেলতেও দেরি হলো না। মুখটাও বেঁধে দিল রুমাল দিয়ে।

সাভানা কর্নেলিয়াকে জরুরী কণ্ঠে নির্দেশ দিল, জেসমিনার পোশাক নিজে পরে তার পোশাক জেসমিনাকে পরিয়ে দিতে।

'আমি ততক্ষণে ও ঘরে গিয়ে কফিটা খেয়ে নিই,' বলল সাভানা। 'কফির জন্যে ধন্যবাদ, ফ্রাউ জেসমিনা। মাপ করবেন, আপনাকে খামোকা কষ্ট দিতে হলো। জানেনই তো, খারাপের সংস্পর্শে থাকলে অনেক সময় ভালকেও বিপদে পড়তে হয়।'

সাভানা ট্রেটা নিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে বসল। ওদিকে প্রাথমিক বিস্ময়ের

ধাক্কা সামলে উঠে চটপট সাভানার নির্দেশমত কাজ করে চলল কর্নেলিয়া। এ মুহূর্তে কোনরকম জড়তা দেখা যাচ্ছে না তার মধ্যে। হাজার হলেও হোসে ফার্ডিনান্ডের মেয়ে তো সে।

দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে এ ঘরে চলে এল কর্নেলিয়া।

সাভানা এবার ভেতরের ঘরে গিয়ে জেসমিনাকে তুলে দিল বিছানায়। তারপর আবারও ক্ষমা চেয়ে বলল, 'দয়া করে ধৈর্য ধরে শুয়ে থাকুন। এটুকু কষ্ট আপনাকে না দিয়ে উপায় ছিল না। তবে এটা তেমন কিছু নয়। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ছাড়া পেয়ে যাবেন আপনি।'

জেসমিনাবেশী কর্নেলিয়াকে নিয়ে সাভানা ঘর ত্যাগ করে, বাইরের দরজায় তালা লাগাল। কর্নেলিয়াকে একটি উপদেশ দিয়ে রেখেছে সে। 'জোরে হাঁটবেন। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলবেন না। আর বললেও হুকুমের সুরে। মনে থাকে যেন, এবাড়িতে আপনি ডেলভিনা আর জ্যাভেদো ছাড়া আর কাউকে সমীহ করে কথা বলেন না।'

সিঁড়ি দিয়ে নামলে বারান্দা, বারান্দার শেষ মাথায় আবার সিঁড়ি–দরজা বন্ধ সে সিঁড়ির। দরজায় করাঘাত করতে প্রহরী বাইরে থেকে খুলে দিল। চাতাল পেরোলে আরেকজন প্রহরী।

'ফ্রাউ জেসমিনা আমার সঙ্গে চাতালে যাচ্ছেন, এখুনি ফিরে আসবেন।' অনুচ্চ স্বরে বলল সাভানা। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল ছদ্মবেশী কর্নেলিয়া।

বাগানের ভেতর দিয়ে পথ চলে গেছে আস্তাবল পর্যন্ত। ম্লান আলোয় ঠিক মত নজর চলে না। এতে সুবিধেই হচ্ছে সাভানাদের।

'আমি ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে ঝুলসেতু পর্যন্ত যাচ্ছি। একটা ঘোড়া দাও।' জেসমিনাবেশী কর্নেলিয়া বলল।

কর্নেলিয়া হোসে ফার্ডিনান্ডের মেয়ে, ঘোড়ায় চড়ে অভ্যস্ত। সহিসরা চটপট ঘোড়া সাজিয়ে দিল। ডাক্তারের ঘোড়ায় চাপল সাভানা আর আস্তাবলের ঘোড়ায় কর্নেলিয়া। হাঁটার গতিতে ঝুলসেতুর উদ্দেশে পাশাপাশি চলেছে দু'টি ঘোড়া। দেখে মনে হচ্ছে জরুরী কোন পরামর্শ চলছে ওদের মধ্যে।

নয়

সন্ধ্যা সাতটায় সার্ভেরোতে ডিনার। জ্যাভেদো সাধারণত ডিনারে হাজির থাকে না, বিরক্তি বোধ করে সে। বিশাল এক ঘরের এমাথা-ওমাথা টেবিল পাতা। অন্তত দু'শোটা চেয়ার রয়েছে বসার জন্যে। পাঁচ-সাতটা বাদে বাকি সব চেয়ার খালি পড়ে থাকে প্রায় সারা বছর। শুধুমাত্র বড়দিনে, ঈস্টারে, দুর্গস্বামীর জন্মদিনে, সেন্ট অ্যান্ড্রুজের তিরোধান দিবসে, রাজার জন্মদিনে মেহমানদের আগমন ঘটে থাকে।

'এবার থেকে আর রাজার নয়, রিজেন্টের জন্মদিন পালন করা হবে দেখো,' জ্যাভেদো সেদিন তার মাকে বলেছিল। 'বাবা ফিরে এসেই ঘোষণা দেবে।'

ডিনারে প্রচুর সময় লেগে যায় বলে আসতে চায় না জ্যাভেদো। পাক্কা আড়াই ঘণ্টার ধাক্কা। একটার পর একটা ব্যঞ্জন আসছে। খাও আর না খাও প্লেটে করে মুখের সামনে সাজিয়ে দেবে। রাজকীয় ভোজ যাকে বলে।

জ্যাভেদোর একটা নিজস্ব পড়ার ঘর আছে। কাজের লোকেরা ওখানেই তার খাবারটা পৌঁছে দেয়। ফলে, একাকী শান্তি মত খেতে পারে সে।

কিন্তু ইদানীং দুর্গের পরিস্থিতি তো আর আগের মত নেই আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে কোয়ামোদোর, বাবা গেছেন রিজেন্টের সঙ্গে দেখা করতে। মা আর জেসমিনা একা বসে খাবে? তাই বাধ্য হয়েই ডিনার টেবিলে যোগ দিতে হচ্ছে জ্যাভেদোকে।

ডাইনিং হলে কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় প্রবেশ করল জ্যাভেদো। দু'এক মিনিট আগে-পরে ঢোকেন ডেলভিনা। আর তাঁর পেছন পেছন জেসমিনা। হাউজকীপার মহিলা রোজ খেতে বসার আগে তদারকিটা সেরে নেয়। সব খাবার রান্নাঘর থেকে দাসীরা আনল কিনা, ভুল করে রূপার বাসন-কোসনের বদলে পিউটারের বাসন দেয়া হয়েছে কিনা কর্তা-কর্ত্রীর সামনে এসব আর কি।

আজ মা-ছেলে যথাসময়ে হাজির হয়েছেন ডাইনিং হলে, কিন্তু জেসমিনার দেখা নেই। গেল কোথায় সে? হলোটা কি তার?

ডেলভিনা অল্পতেই বিরক্ত হয়ে যান, আজও গেলেন।

'তুই কিছু বলিস না বলে জেসমিনার বড্ড বাড় বেড়েছে,' বললেন তিনি, 'তোর বাবা থাকলে এমন গাফিলতি করার সাহস পেত না। ভেনডেটার ডাক দিতে যে মালিক ভয় পায় তাকে কাজের লোকেরাও পাত্তা দেয় না।'

জ্যাভেদো দুঃখ পেল, কিন্তু ক্ষুব্ধ হলো না। মনে মনে শুধু বলল, মা কাজের লোকেদের সামনে এভাবে না বললেও পারতেন।

'জেসমিনা নিশ্চয়ই কোন কাজে আটকা পড়েছেন,' অবশেষে শান্ত কণ্ঠে বলল জ্যাভেদো। 'ডোনা কর্নেলিয়ার অসুখ হয়তো বেড়ে গেছে। ডাক্তার এসেছিলেন খবর পেয়েছি। তিনি হয়তো জেসমিনাকে কোন কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। রোগীর ঘরে তুমি বরং কাউকে পাঠিয়ে দাও। সে জেসমিনাকে ডেকে আনুক। আর না হয় শুনে আসুক উনি কতক্ষণে আসতে পারবেন।'

'ডাক্তার থাকলে তাকেও ডাইনিং হলে আসতে বলবে,' ডেলভিনা দাসীকে শিখিয়ে দিলেন।

'ওর বলার দরকার কি,' মৃদু স্বরে বলল জ্যাভেদো। তারপর দাসীকে বলল, 'উনি যদি এখনও থেকে থাকেন, তাহলে চট করে আমাকে এসে জানাবে। আমি গিয়ে তাঁকে ডেকে আনব।'

অ্যাগনেস, অর্থাৎ কাজের মহিলাটি দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

খাবার সামনে নিয়ে বসে আছে মা-বেটা, একটু পরে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এল অ্যাগনেস। একা।

'হুজুর, হুজুর, দরজায় তো তালা!' হাঁপাচ্ছে অ্যাগনেস।

'তালা? ভেতরে না বাইরে?' জিজ্ঞেস করল জ্যাভেদো।

'বাইরে। দরজায় ধাক্কা দিয়েছি কেউ সাড়া দেয়নি। সিনোরিটা কর্নেলিয়ার নাম ধরেও ডাকাডাকি করেছি।'

জ্যাভেদো উঠে দাঁড়াল। মাকে বলল খাওয়া শুরু করতে, আর অ্যাগনেসকে পাঠাল জেসমিনা রান্নাবাড়িতে রয়েছে কিনা দেখার জন্যে।

জেসমিনা গেল কোথায়? এসময় তার ভোজঘরে থাকার কথা। দেরি হচ্ছে যখন, ধরে নেয়া হয়েছিল সে বন্দিনীর কামরায় আছে। কিন্তু সে ঘরে তো বাইরে থেকে তালা দেয়া। তাহলে?

অ্যাগনেস খবর আনল রান্নাবাড়ির আশপাশে জেসমিনাকে কেউ দেখেনি।

অগত্যা, তালা ভাঙার হুকুম দিতে বাধ্য হলো জ্যাভেদো।

প্রহরীরা নিচ থেকে উঠে এসেছে হাঁক-ডাক শুনে। তারা জানাল, চিন্তার কোন কারণ নেই। জেসমিনা খানিক আগে ডাক্তারের সঙ্গে বাইরে গেছে।

স্বস্তির শ্বাস ফেলল জ্যাভেদো। একজন প্রহরীকে নির্দেশ দিল, 'তুমি আস্তাবল হয়ে ঝুলসেতুর দিকে যাও। জেসমিনাকে কাছে পিঠে পেয়ে যাবে। তাঁকে ডেকে আনো। ডাক্তারকে অতদূর থেকে ডেকে আনার দরকার নেই।'

জ্যাভেদো ডাইনিং হলে ফিরে এসে খেতে বসল।

খাওয়া মাঝ পর্যায়ে, তখনও ফিরল না প্রহরী। অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করল জ্যাভেদো। তার মন কুডাক ডাকছে। শেষ অবধি, মার কাছ থেকে অনুমতি নিল ও, নিজে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসবে।

'বাবা দুর্গে নেই, কোন ঝামেলা যদি বেধে বসে,' স্বগতোক্তির মত করে বলল জ্যাভেদো।

ডেলভিনা সুযোগ পেয়ে গেলেন টিপ্পনী কাটার।

'ঝামেলা যে বাধবে সে আমি সেদিনই বুঝেছিলাম,' বললেন তিনি। 'আলমাঞ্জার ডাইনীটা যেদিন আমার ঘরে এসে ঢুকল। ফার্ডিনান্ড-গুইশাম্পো পরিবারে জীবনেও মিল হয়নি। আমার কোয়ামোদো বাপটা সেই মিল ঘটাতে গিয়ে অকালে প্রাণটা দিল।' চোখ মুছলেন ডেলভিনা, তারপর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে আঁরও বললেন, 'সেজন্যেই তো এত করে তোকে বলেছিলাম ভেনডেটা ঘোষণা কর। ফার্ডিনান্ড বুড়োটাকে শেষ করতে পারলে আমার প্রাণটা জুড়োত।'

মার আহাজারি সহজে থামবে না, জ্যাভেদো তাই তড়িঘড়ি চলে এল নিজের ঘরে। জেসমিনার খোঁজে বেরোবে। ওর মত দায়িত্বশীলা একজন মহিলা রাত-বিরেতে বুড়ো ডাক্তারের সঙ্গে বেড়াতে চলে গেছে ব্যাপারটা মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিছু একটা ঘটেছে। শীঘ্রি সেটা জানতে হবে, দেরি করা চলবে না।

জ্যাভেদো বিস্কে উপকূলের চোরাকারবারীদের কাছ থেকে একটা পিস্তল সংগ্রহ করেছে। নিজের ঘরে গিয়ে পকেটে ভরল সেটা। পিস্তলে হাত পাকাতে পারেনি তেমন একটা, তবু গুলি ছুঁড়লে শত্রু ঘায়েল হবেই না তেমন কথাই বা কে বলল। পিস্তলের সঙ্গে একটা তরোয়ালও নিল সে।

চটপট নিচে নেমে এসে আস্তাবলে ঢুকল জ্যাভেদো। ওর হুকুম পেয়ে অল্প সময়ের মধ্যে ঘোড়া তৈরি করে দিল সহিস।

'ফ্রাউ জেসমিনা বাইরে ঘোড়া নিয়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করল জ্যাভেদো।

'জ্বী, হুজুর,' জবাবে বলল সহিস। 'ছোট সাহেবের ঘোড়াটা তাঁকে সাজিয়ে দিয়েছি।'

মনে মনে রাগ করলেও মুখে কিছু বলল না জ্যাভেদো; ছোট সাহেব, অর্থাৎ কোয়ামোদোর ঘোড়াটা ছিল আস্তাবলের সেরা ঘোড়া। কারও বদ মতলব থেকে থাকলে দ্রুতগামী ঘোড়াটা তা হাসিল করতে যারপরনাই সাহায্য করবে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, জেসমিনার কি কোন কুমতলব থাকতে পারে? নাহ, আপন মনে মাথা নাড়ল জ্যাভেদো। জেসমিনাকে আজ বিশ বছর ধরে দেখছে, তেমন মানুষই জেসমিনা নয়।

ঝুলসেতুর পাহারাদারও জানাল জেসমিনা ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে বেড়াতে গেছে, পাঁচ-দশ মিনিটের কথা বলে। হ্যাঁ, জেসমিনাই ওটা। কেননা, তার পরনে ছিল অতিপরিচিত সাদা-কালো চেক কাপড়ের সেই পোশাকটি। জ্যাভেদোর প্রশ্নের জবাবে প্রহরী আরও জানাল, আবছা আলোয় জেসমিনার চেহারা সে ভাল করে লক্ষ করেনি। এবং লক্ষ করার কোন প্রয়োজনও বোধ করেনি। জেসমিনাকে চেনার জন্যে তার সাদা-কালো পোশাকটিই কি যথেষ্ট নয়?

জ্যাভেদো আর দেরি না করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সামনে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। ফিকে আলোয় বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। কিন্তু মাঠের কোথাও ডাক্তার পিড্রু কিংবা জেসমিনার চিহ্ন মাত্র নেই।

ওরা গেল কোন্ দিকে?

পিড্রু সাহেব নিশ্চয়ই নিজের বাড়ির পথে গেছেন। এত রাতে কোন ডাক্তারই বাড়ির বাইরে থাকতে চাইবেন না। ডাক্তার থাকেন কুইলনে। সার্ভেরো থেকে পুরো বিশ মাইল। জ্যাভেদো ওঁর বাড়ি চেনে।

পিড্রু নিশ্চয়ই যাবেন নিজের বাড়িতে, কিন্তু তাই বলে জেসমিনা কেন? কি এত জরুরী কথা থাকতে পারে তাদের মধ্যে যে রাতের বেলা বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসতে হবে?

এর ভেতরে গুরুতর কোন গলদ না থেকেই পারে না।

এসময় হঠাৎ ক্ষীণ একটা শব্দ মনোযোগ আকর্ষণ করল জ্যাভেদোর। ঘোড়ার ডাক। এবং ঘোড়াটা বিপন্ন। কোন্ অবস্থায় পড়লে ঘোড়া কিভাবে ডাকে স্পেন দেশের যুবকদেরকে তা বলে দিতে হয় না। কেননা, ঘোড়ার পিঠেই মানুষ হয় তারা।

বোঝা গেছে। ডাক্তার কথা-বার্তা সেরে নিজের পথে চলে গেছেন। আর জেসমিনা, আনাড়ী ঘোড়সওয়ার, ফিরতিপথে ঘোড়া সমেত আছাড় খেয়ে পড়েছে কোন পাথরে বা গর্তে বেধে। জেসমিনাও হয়তো চেঁচাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে না। ঘোড়াটার আর্তনাদের আবছা প্রতিধ্বনি বাতাসে ভেসে এসেছে।

জ্যাভেদো কালবিলম্ব না করে ঘোড়া ছোটাল শব্দ লক্ষ্য করে।

এতটা দূরে রাত্রিবেলা কোন্ দুঃখে আসতে গেল জেসমিনা? বয়স তো কম হলো না তার, এখনও এত ছেলেমানুষ রয়ে গেছে!

আর ডাক্তারই বা কেমনতরো মানুষ?

ঘোড়াটার কাছে পৌঁছতে বেশ কিছুক্ষণ লেগে গেল। কিসের কি, কোন পাথরেও টক্কর খায়নি কিংবা গর্তেও পড়ে যায়নি জানোয়ারটা। বিভ্রান্তের মত এদিক-ওদিক ঘুরছে আর অসহায়ের মত চিঁ-হি-হি ডাক ছাড়ছে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, ডাক্তার কিংবা জেসমিনা কোথাও নেই। জেসমিনার কাণ্ড-কারখানা কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না জ্যাভেদো। তবে সে যে এপথে এসেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ঘোড়াটা ডাক্তারের। জেসমিনা নিয়ে এসেছিল কোয়ামোদোর ঘোড়া। সে ঘোড়া জ্যাভেদো চেনে। এই ঘোড়াটা খোঁড়াচ্ছে, হাঁফাচ্ছে–মোট কথা করুণ দশা জানোয়ারটার। বোঝা যায়, ডাক্তার মাত্রাতিরিক্ত দ্রুতবেগে ছুটিয়েছিল অনভ্যস্ত ঘোড়াটিকে।

কিন্তু ডাক্তার তো কখনও ওভাবে ঘোড়া দাবড়ায় না। রহস্যটা কি? যে লোক এটার পিঠে চেপেছিল সে ডাক্তার পিড্রু তো? অবশ্য অন্য লোক ডাক্তারের অতি চেনা বেতো ঘোড়াটাকে পাবেই বা কিভাবে? ডাক্তার যে সার্ভেরো দুর্গে এসেছিল এতেও তো কোন সন্দেহ নেই।

তাহলে গোলটা বাধল কোথায়?

'আসুন! আসুন!' অকস্মাৎ একটা কণ্ঠস্বর দস্তুর মত চমকে দিল জ্যাভেদোকে। 'আমি আপনার অপেক্ষাতেই আছি!'

তীরবেগে একটা ঘোড়া ছুটে আসছে। ঘোড়াটা কোয়ামোদোর; এক পলক দেখেই চিনেছে জ্যাভেদো। কিন্তু অশ্বারোহী মানুষটি কে? জেসমিনা নয়, ডাক্তারও নয়। এর হাতে তরোয়াল বাগিয়ে ধরা।

'পিস্তল নয়, দ্বন্দ্বযুদ্ধে আসুন তরোয়াল নিয়ে। আপনি চান ডোনা কর্নেলিয়াকে, আর আমি চাই আপনার তেজী ঘোড়াটাকে কেড়ে নিতে। এক ঘোড়ায় চেপে দু'জন মানুষের আলমাঞ্জা পর্যন্ত যাওয়াটা কষ্টের ব্যাপার। ডাক্তারের ঘোড়াটা কোন কম্মের নয়, পা ভেঙে বসে পড়ল!'

'কে আপনি? কর্নেলিয়ার কথা বলছেন কেন?'

'বলছি এইজন্যে যে, আমার পেছনে যাকে বসে থাকতে দেখছেন ইনিই কর্নেলিয়া। আপনি বোধহয় এঁকে জেসমিনা ভেবেছিলেন। জ্বী না, জেসমিনা আপনাদের বাড়িতেই আছেন, মুখ বাঁধা অবস্থায় তালা বন্ধ ঘরে।'

দশ

কর্নেলিয়া ঘোড়া থেকে নেমে খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়াল। আর আন্দালুসিয়ান ঘোড়া দুটি পরস্পর মুখোমুখি হয়ে খুর দাপিয়ে বালি ছিটাতে লাগল। ওরা জাত যোদ্ধা ঘোড়া। ওদের ইন্দ্রিয় ঠিক-ঠিক জানান দিয়েছে, সওয়ারীরা এখন যুদ্ধংদেহী মেজাজে রয়েছে।

জ্যাভেদো ক্রোধে রীতিমত ফুঁসছে। ডাক্তারের ছদ্মবেশে শত্রু হানা দিয়েছে

দুর্গে, বিশ্বস্ত কর্মচারী জেসুমিনাকে মুখ বেঁধে আটকে রেখে, তাদেরই ঘোড়ায় চাপিয়ে উদ্ধার করে এনেছে বন্দিনী কর্নেলিয়াকে–এরপরও মাথা ঠাণ্ডা রাখা যায়?

'তরোয়ালেই ফয়সালা হয়ে যাক,' ঘোষণা করল জ্যাভেদো।

'আমিও তো তাই চাই,' বলল সাভানা।

এবার দুটো ঘোড়া তেড়ে গেল পরস্পরকে লক্ষ্য করে। অসিযুদ্ধে যোদ্ধাদের উদ্দেশ্য থাকে, শত্রুকে পাশ কাটিয়ে ডানে-বাঁয়ে সরে যাওয়া, এবং পাশ থেকে সুযোগ বুঝে শত্রুর পাঁজরে কিংবা গলায় আঘাত হেনে তাকে কাবু করা। সাভানা ও জ্যাভেদো একই কায়দায় তরোয়াল চালাচ্ছে। এরফলে, শত্রুকে মোক্ষম আঘাত করতে পারছে না কেউ। তবে দু'জনেরই শরীরের নানা জায়গায় আঁচড় কাটছে তরোয়াল, এবং রক্তও ঝরাচ্ছে।

পেশাদার সৈনিক সাভানা। প্যারিসের অভিজ্ঞ অস্ত্রশিক্ষকের কাছে তার তরোয়ালে হাতেখড়ি। সম্মুখযুদ্ধে বহুবার অবতীর্ণ হতে হয়েছে তাকে। দ্বন্দ্বযুদ্ধও কম করেনি। ফ্রান্সের চতুর্দশ লুইয়ের সেনাবাহিনী দুই যুগ ধরে সারা ইউরোপ চষে বেড়াচ্ছে। চার্লি সেন্ট সাভানা সে বাহিনীর কোন না কোন অংশের সঙ্গে রয়েছে প্রায় এক যুগ ধরে। রণক্ষেত্রে তাকে লড়তে হয়েছে কখনও জার্মান, কখনওবা ওলন্দাজ শত্রুর বিরুদ্ধে। বেঁচে যখন আছে, বোঝাই যায় জীবনে কখনও পরাজিত হয়নি সে।

অন্যদিকে জ্যাভেদো অবশ্যই সাহসী পুরুষ, জন্মেছেও বীর বংশে। অস্ত্রশিক্ষায় তার হাতেখড়ি হয়েছে সেই শৈশবেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভাল শিক্ষক পায়নি সে। ম্যাজেন্টোর উচিত ছিল তাকে ও কোয়ামোদোকে মাদ্রিদে অভিজ্ঞ অস্ত্রগুরুর কাছে পাঠানো। তা তিনি করেননি। এমনকি উন্নত অস্ত্রশিক্ষাদানে সক্ষম কোন শিক্ষককে তিনি তাঁর দুর্গেও আমন্ত্রণ করে আনেননি, যাতে করে তাঁর ছেলেরা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে পারে।

এর ফলে যা হওয়ার তাই হলো। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই কাবু হয়ে গেল জ্যাভেদো। তার ডান কাঁধে এতটাই জোরে আঘাত লেগেছে, তরোয়ালটা হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল। বাঁ হাতে কাঁধ চেপে ধরে ঘোড়া ছোটানোর চেষ্টা করল সে দুর্গের দিকে। কিন্তু হাত বাড়িয়ে লাগাম চেপে ধরল সাভানা।

'আমি দুঃখিত, ঘোড়াটা আমার দরকার,' বলল সে। 'আলমাঞ্জায় পৌঁছতে হলে আমাদের দুটো ঘোড়া চাই। আপনি বাড়ির কাছেই আছেন, প্রয়োজনে হেঁটেও চলে যেতে পারবেন। তাছাড়া ডাক্তারের ঘোড়াটা তো রয়েছেই। যত কষ্টই হোক ওটা আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত ঠিকই পৌঁছে দেবে।'

'বেশ তো, নিয়ে যান ঘোড়া,' বলে নেমে দাঁড়াল জ্যাভেদো। আর তার পরমুহূর্তে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল মাটিতে। ভয়ানক কাহিল হয়ে পড়েছে সে। সাধ্য নেই দাঁড়িয়ে থাকে।

ওকে পড়ে যেতে দেখে এক লাফে নিজের ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল সাভানা। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল আহত প্রতিদ্বন্দ্বীর জখম পরখ করতে।

'এহ্ হে, আঘাতটা তো বেশ গুরুতর,' কর্নেলিয়ার দিকে চেয়ে অনুচ্চ স্বরে বলল ও।

'আমার জন্যে চিন্তা করবেন না,' বলে উঠল জ্যাভেদো। 'দুর্গ থেকে লোক এসে পড়বে আমার খোঁজে। আপনি সিনোরিটাকে নিয়ে এখুনি পালান। একটা কথা শুধু জেনে রাখবেন, সিনোরিটাকে বন্দী করে আনা কিংবা আটকে রাখার ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিল না। জানেনই তো, আমি দুর্গের মালিক নই।'

কথা বলতে বলতে থেমে গেল জ্যাভেদো। সাভানা ওর বুকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল, তারপর কর্নেলিয়াকে বলল, 'অজ্ঞান হয়ে গেছেন, কি করা যায়?'

শত্রুর জন্যে এত চিন্তা? মনে মনে বলল কর্নেলিয়া।

সাভানা ওর মনের কথা বুঝতে পারল।

'এঁকে এভাবে ফেলে গেলে রক্তক্ষরণে মারা যেতে পারেন,' বলল ও। 'কিন্তু একটা ব্যান্ডেজ যদি বেঁধে দিতে পারি এযাত্রা বোধহয় বেঁচে যাবেন।'

উঠে দাঁড়িয়ে নিজের ঘোড়ার পিঠ থেকে ডাক্তারের ওষুধের ব্যাগটা নামিয়ে আনল সাভানা। ব্যাগের ভেতর ব্যান্ডেজের কাপড় ছিল, শীঘ্রি চলনসই একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়া গেল।

'এখন কি করবেন?' জিজ্ঞেস করল কর্নেলিয়া।

'আপনি একটা ঘোড়া নিয়ে আলমাঞ্জায় চলে যান। আরেকটায় এঁকে তুলে আমি সার্ভেরোতে ফিরে যাই। দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারা গেলে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু মারা যখন যাননি, তখন এঁকে তো এভাবে নেকড়ের পেটে যেতে দিতে পারি না!'

'নেকড়ে?' ত্রস্ত কণ্ঠে বলল কর্নেলিয়া।

'হ্যাঁ,' বলল সাভানা। 'দূরে-দূরে নেকড়ের পাল আছে, আমাদের গন্ধ শুঁকে অনুসরণ করছে। আপনি ভয় পেয়ে যাবেন বলে এতক্ষণ বলিনি, ওদের ডাকাডাকির শব্দ অস্পষ্টভাবে কানে এসেছে আমার। এসব অঞ্চলের নেকড়েরা অবশ্য রাশিয়ার নেকড়েদের মত অত হিংস্র নয়। কাউকে অজ্ঞান অবস্থায় পেলে নিশ্চয়ই খেয়ে ফেলবে, কিন্তু আরোহীকে ঘোড়ার পিঠ থেকে টেনে নামাতে চেষ্টা করবে না।'

মুখ শুকিয়ে গেল কর্নেলিয়ার।

'আপনি আলমাঞ্জায় একাই চলে যান, নেকড়েরা আক্রমণ করার সাহস পাবে না,' বলল সাভানা। 'আপনাকে আলমাঞ্জায় পৌঁছে দিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু কি করব বলুন—বুঝতেই তো পারছেন।'

আহত জ্যাভেদোকে রেখে সাভানা তার সঙ্গে যাবে না পরিষ্কার বুঝতে পারল কর্নেলিয়া।

'আমিও এখানে থাকব আপনার সঙ্গে,' বলল দৃঢ়কণ্ঠে

'তা না হয় থাকলেন,' বলল সাভানা 'কিন্তু কতক্ষণ? সার্ভেরো থেকে লোকজন যতক্ষণ না আসে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ওরা এলে কিন্তু দল বেঁধেই আসবে। কেননা, জেসমিনা বেরিয়ে গেল ফিরল না, জ্যাভেদো বেরোল সে-ও ফিরল না। ওরা ধরেই নেবে বাইরে অন্ধকারে ভয়ঙ্কর কোন শত্রু আছে, ওদের সাড়া পেলেই আমরা অবশ্য ঘোড়া ছোটাব। কিন্তু ওরাও যে ঘোড়া আনবে না তার নিশ্চয়তা কি? আপনার তো দীর্ঘক্ষণ ঘোড়ায় বসে থাকার অভ্যাস নেই

ওরা ধাওয়া করলে তখন কি করবেন?'

'তা হলে কি একা যেতে বলছেন?'

'আমি যখন এঁকে ফেলে রেখে যেতে পারছি না তখন এছাড়া আর উপায় কি? আপনি চলে যান, আপনার জীবনের দাম অনেক!'

'আর আপনার জীবনের দাম বুঝি কিছু নয়?'

'দাম আছে, কিন্তু আপনারটার সাথে তুলনা চলে না। আর আমার জন্যে ভাববেন না। আমি একবার ঘোড়া ছোটালে সার্ভেরোর প্রহরীরা আমার ধারেকাছেও আসতে পারবে না। যে দু'টো ঘোড়া দেখছেন দু'টোই ভাল জাতের।'

'তা হোক, কিন্তু আমি আপনাকে একা ফেলে যাব না।'

হতাশা বোধ করল সাভানা, দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'বেশ। এর ফলে হয়তো আমার সমস্ত কষ্ট পানিতে যাবে।'

'তা কেন? আমাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলেন, করে এনেছেন। আবার কি?'

'কিন্তু আপনি নিরাপদে আপনাদের দুর্গে পৌঁছতে পারলেন কিনা সেটা দেখাও তো আমার দায়িত্ব।'

একটুক্ষণ চুপ করে রইল কর্নেলিয়া।

'দেখুন, সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত আপনি আমার জন্যে *যা* করেছেন, এতটা কেউ কারও জন্যে করে না। প্রাচীন যুগের নাইটদের চাইতে আপনার শৌর্য-সাহসিকতা কোন অংশে কম নয়। যাক সে কথা, আমি থাকছি, যাচ্ছি না।'

'থাকুন তবে,' হার মেনে বলল সাভানা। 'একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।'

দ্রুত পায়ে হেঁটে আঁধারে মিশে গেল সে। খানিক পরে ডাক্তারের বেতো ঘোড়াটিকে নিয়ে ফিরে এল। জানোয়ারটা যথারীতি ঝিমাচ্ছিল।

'এটাকে দিয়ে কি হবে?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল কর্নেলিয়া। 'এটা তো নিজেই চলতে পারছে না। এর পিঠে ওঁকে চাপিয়ে দিলে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। এই ভদ্রলোক শেষে ওর পেটের তলায় চাপা পড়ে মরবেন।'

'দেখুন না কি করি,' বলল সাভানা। তারপর খোঁড়া ঘোড়াটার লাগাম খুলে ফেলল। লাগামের এক প্রান্ত বাঁধল ঘোড়ার পেছনের পায়ে এবং আরেক প্রান্ত বাঁধল জ্যাভেদোর বেল্টের সঙ্গে। আহত অচেতন জ্যাভেদোকে ফেলে বেশিদূর যেতে পারবে না এখন ঘোড়াটা।

'ব্যাপারটা বুঝলাম না,' বলল কর্নেলিয়া।

'জ্যাভেদো যেহেতু মাটিতে পড়ে আছেন, অন্ধকারে দূর থেকে তাঁকে দেখা যাবে না। কিন্তু ঘোড়াটা দাঁড়িয়েই থাকবে, শোবে না। সার্ভেরোর লোক এলে তারা ঠিক দেখতে পাবে।'

দশ মিনিটের মধ্যেই দূরাগত অস্পষ্ট কোলাহল শোনা গেল। এসে পড়েছে সার্ভেরোর লোকেরা। ডেলভিনা ওদের পাঠিয়েছেন। প্রথমে জেসমিনা, তারপর জ্যাভেদো বাইরে বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরল না; নিশ্চয়ই কোন বিপদ-আপদ হয়েছে ওদের–এই ভেবে।

'আর চিন্তা নেই,' বলে পিস্তল তুলে পরপর দু'বার ফাঁকা আওয়াজ করল সাভানা। প্রহরীদের উদ্দেশে সঙ্কেত।

'এবার?' প্রশ্ন করল কর্নেলিয়া।

'এবার সোজা আলমাঞ্জা,' হাসি মুখে জানাল সাভানা। 'আপনাকে আর একা যেতে বলব না।'

'সত্যি তো? আর কোনদিনই বলবেন না তো?' অন্ধকারে অস্ফুটে জানতে চাইল কর্নেলিয়া।

এগারো

রিজেন্টের সেনাবাহিনী নিয়ে কর্নেল গুইশাম্পো এসে পড়েছেন। আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আলমাঞ্জা পাহাড়ের নিচে তাঁবু ফেলবেন তিনি। সাভানাদের কপাল নিতান্তই ভাল, তাঁবু পড়ার আগেই দুর্গে প্রবেশ করতে পেরেছে তারা। বলাবাহুল্য, এ অবস্থায় হারানো মেয়েকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ করতে পারলেন না হোসে ফার্ডিনান্ড।

আলমাঞ্জা অবরোধ শুরু হলো পরদিন থেকে। দুর্গপ্রাচীর থেকে মাঝে মধ্যে কামান গর্জাচ্ছে, নিচের ছাউনিতে শত্রুসেনারাও কিছু কিছু হতাহত হচ্ছে।

কর্নেল গুইশাম্পো চাইছেন গোপন পথে, পাকদণ্ডী বেয়ে দুর্গে উঠে আসতে। দুর্গ জয় করতে চান না তিনি, দুর্গবাসীদের মনে ভয় ধরিয়ে দিতে চান। এ ধরনের কাজের ভার সাধারণত নিম্নপদস্থ কোন সৈনিককে দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু গুইশাম্পোর মাথায় কি পোকা ঢুকেছে কে জানে, তিনি নিজেই হানাদার দলটার নেতৃত্ব দিতে চাইলেন।

এর ফলাফল হলো গুরুতর। আলমাঞ্জার এক অখ্যাত প্রহরীর তরোয়াল তাঁর প্রাণ কেড়ে নিল। তাঁর সঙ্গী-সাথীরা খানিক লড়াই চালানোর পর পিছু হটে গেল।

পরদিন গুইশাম্পোর লাশ দেখে হোসে ফার্ডিনান্ড হতভম্ব হয়ে গেলেন। এ যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিবেশী দুর্গপ্রধান ম্যাজেন্টো গুইশাম্পো!

হোসে ফার্ডিনান্ড অবরোধকারীদের কাছে দূত পাঠিয়ে ম্যাজেন্টোর মৃত্যু সংবাদ জানালেন। ফলে, সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হলো।

খবর পেয়ে সার্ভেরো থেকে ডেলভিনা, জ্যাভেদো ও জেসমিনা এলেন। মৃতদেহ সসম্মানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন তাঁরা।

জেসমিনা এক ফাঁকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল কর্নেলিয়াকে।

'কেমন ছাড়া পেয়ে গেলাম দেখলে? তোমার নাইট হাত-মুখ বেঁধেও আমার কোন ক্ষতি করতে পারেনি,' মজার গলায় বলল।

'শোধ-বোধ,' ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে বলল কর্নেলিয়া। 'তোমাদের কায়ামোদোও আমার হাত-মুখ বেঁধে রেখেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আটকে রাখতে পারেনি। যা হওয়ার হয়ে গেছে। আমরা কোন পক্ষই আর রাগ পুষে রাখব না, কেমন?'

রাগ পুষে রাখবে না জ্যাভেদোও। বাবা রিজেন্টের দলে যোগ দেন সেটা কোনদিনই চায়নি ও। আলমাঞ্জা থেকে বিদায় নেয়ার সময় সাভানার হাত ধরে অনুরোধ করে গেল সে: 'শিগ্‌গিরিই আলমাঞ্জার ওপর থেকে অবরোধ উঠে যাবে। পিছু হটবে রিজেন্টের সেনা। তখন তোমাকে বন্ধু হিসেবে পাব তো? তুমি আমাকে নেকড়ের মুখে ফেলে রেখে যেতে রাজি হওনি কর্নেলিয়া আমাকে বলেছে। তোমার মত মহৎ প্রতিবেশী ক'জনের ভাগ্যে জোটে বলো?'

'আমি আবার প্রতিবেশী হলাম কখন?' সবিস্ময়ে বলল সাভানা। 'আমি তো বিদেশী মানুষ। অর্লিয়াঁর ডাক এলেই দেশে ফিরে যাব।'

'আহা, যেতে দিলে তো!' ঝঙ্কার দিয়ে উঠল কর্নেলিয়া। 'ডিউক অর্লিয়াঁকে বাবা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছেন। লিখে দিয়েছেন, শিভালিয়ার সেন্ট সাভানাকে এখন এদেশ থেকে ছাড়া হবে না।'

***

কিশোর ক্লাসিক

অ্যাক্রস দ্য পিরেনীজ

রাফায়েল সাবাতিনি/কাজী শাহনূর হোসেন

অপহরণ করা হয়েছে আলমাঞ্জার দোর্দণ্ডপ্রতাপ দুর্গস্বামী হোসে ফারডিনান্ডের একমাত্র কন্যা কর্নেলিয়াকে।

এদিকে, স্পেনের বর্তমান শাসকের বিরুদ্ধে লেখা ফ্রান্সের ডিউক অর্লিয়ার গুরুত্বপূর্ণ চিঠি নিয়ে এসেছে বীর নাইট চার্লি সাভানা। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হোসে ফারডিনান্ডের আশা, তার মেয়েকে সাভানা শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করে আনবে। চার্লি সাভানা কি তার আস্থার মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০